প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৫ ◆ ১২ - ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিশ্ব ভালবাসা দিবস

ভালবাসতে প্রয়োজন সুন্দর নিষ্কন্টক একটা মন

ভক্তের অন্তরে সাধু আন্তনী

বিশ্বাসে-সম্প্রীতিতে পানজোরা তীর্থভূমি

বিশ্ব রোগী দিবস - ২০২৩

রোগীদের প্রতি যত্নশীল ও সমব্যথী হবার আহ্বান

রোগীর পাশে যত্নের সাথে

# দাও প্রভু দাও তারে অনন্ত জীবন

**প্রয়াত ডেনিস ভিন্‌সেন্ট**
জন্ম: ১ নবেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৩ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর মোলাসীকান্দা গ্রামের সুমুন্তি বাড়ির স্বর্গীয় আমুরী সুমুন্তির এক মাত্র ছেলে ডেনিস ভিন্‌সেন্ট বিগত ১৩ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাস্থ নিজ গৃহ, ১০/ই, ইন্দিরা রোডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন-যাপনের পর গত ২০ অক্টোবর তিনি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর নিজ গৃহেই ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তারই সান্নিধ্যে নিজেকে সমর্পন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৮৭ বছর। মৃত্যু পূর্ববর্তী অসুস্থ কালিন সময়ে তার পাশে থেকে মৃত্যু পরবর্তী সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করতে যারা স্বশরীরে সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন এবং দেশ ও দেশের বাহিরে থেকে যারা প্রার্থনা ও বিভিন্ন ভাবে শোকার্ত পরিবারের প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তার প্রদর্শিত পথ ও আদর্শ অনুসরণ করে আমরা যেন আমাদের জীবন পরিচালনা করতে পারি, পরম করুণাময় ঈশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা ও তার আত্মার চির শান্তি কামনা করছি।

শোকার্ত চিত্তে আপনজনেরা

স্ত্রী : ফিলোমিনা ভিন্‌সেন্ট
ছেলে ও ছেলে বৌ : রাজু ও সঙ্গিতা ভিন্‌সেন্ট
নাতি : জেসপার (অর্ক), ইথান (অরণ্য),
নাতনি : আনিকা
মেয়ে ও মেয়ে জামাতা : জোনাকী ও রুচি রোজারিও

## সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

| | | |
|---|---|---|
| **১. শেষ কভার** | | |
| ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙা ছবিসহ) | = | ১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র) |
| খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙা ছবিসহ) | = | ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র) |
| **২. শেষ ইনার কভার** | | |
| ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙা ছবিসহ) | = | ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র) |
| খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙা ছবিসহ) | = | ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) |
| **৩. প্রথম ইনার কভার** | | |
| ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙা ছবিসহ) | = | ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র) |
| খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙা ছবিসহ) | = | ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) |
| **৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)** | | |
| ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা | = | ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র) |
| খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা | = | ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) |
| গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা | = | ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র) |
| ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি | = | ৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র) |

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

## সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,
আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

**–ঃ গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী ঃ–**

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

**ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা**

বাংলাদেশ..........................................৩০০ টাকা
ভারত..........................................ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া..........................................ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া............ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ০৫
১২ - ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
২৯ মাঘ - ০৫ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**

ইন্টারনেট

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit:** www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## সম্পাদকীয়

# ভালবাসার কথা

জীবনের একটি কঠিন বাস্তবতা অসুস্থতা ও রোগ গ্রস্থতার মাঝেও ঈশ্বর এবং মানুষের ভালবাসা বুঝতে ১১ ফেব্রুয়ারি খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিশ্ব রোগী দিবস পালিত হয়। দিবসটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লুর্দের রাণী মা মারীয়ার স্মরণ দিবসকে কেন্দ্র করে। ঐতিহ্য সাক্ষ্য দেয়, অনেক অসুস্থ ও রোগী মানুষ ফ্রান্সের লূর্দ নগরীতে অবস্থিত মা মারীয়ার তীর্থস্থানে প্রার্থনা করে সুস্থতা ও প্রশান্তি লাভ করেছেন। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোগীরা লূর্দে ছুটে যেতে চান। তবে রোগীরা শারীরিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার জন্য নিজেরাই সেখানে যেতে পারেন না। পরিবার ও কিছু স্বেচ্ছাসেবী ভাই-বোনেরা রোগীদের ভালবেসে তাদের জন্য লূর্দে তীর্থের ব্যবস্থা করেন। তীর্থস্থানে গিয়ে অলৌকিকভাবে রোগীরা ভালো না হলেও পরিবারের সদস্যদের তাদের প্রতি দরদ-মমতা তথা ভালবাসা দেখে তারা নিশ্চয় অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করবেন। তাই অসুস্থ ও রোগীরা যদি পরিবারেই প্রত্যহ আন্তরিক যত্ন ও ভালবাসা পায় তাহলে পরিবারই তাদের তীর্থস্থান হয়ে ওঠবে। এ বছরের রোগী দিবসের বাণীতে পোপ ফ্রান্সিস সকলকে রোগীদের প্রতি যত্নশীল ও সমব্যথী হবার আহ্বান করছেন। পরিবারের ছোট-বড় সদস্যদের ভালবাসার একটু ছোঁয়া ও সান্নিধ্য দান, রোগীদের কথা শোনা ইত্যাদির মধ্যদিয়ে আমরা রোগীদের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করতে পারি।

১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালবাসা দিবস। উৎসবটি ধীরে ধীরে সর্বজনীন হয়ে ওঠছে। জনপ্রিয় হয়ে ওঠার অন্যতম কারণটি মানুষের সত্তার সাথে জড়িত। মানুষ হিসেবে আমরা সকলে ভালবাসা বিনিময় করতে চাই। ভালবাসার কারণেই ঈশ্বর এ জগত সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন দান অনুগ্রহের মাধ্যমে মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রকাশ ঘটান। ভালবাসেন বলেই কোন অবস্থাতেই মানুষকে ত্যাগ করেন না। খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করেন, মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্যেই ঈশ্বর যিশুকে এ জগতে প্রেরণ করেন। যে যিশু মানুষকে ভালোবেসে ভীষণ কষ্ট সহ্য করে ক্রুশের ওপর মৃত্যুবরণ করেন। মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যিশু ভালবাসার চরম নিদর্শন দিয়ে গেছেন মানবজাতিকে। তাই যে কোন প্রকৃত ভালবাসায় ত্যাগ জড়িত থাকবেই। ত্যাগে বড় হলে ভালবাসায়ও বড় হবে। বর্তমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ভোগবাদে নিবিষ্ট সমাজ ভালবাসার ব্যপ্তিকে সংকীর্ণ করে পছন্দ, ভাললাগা, স্ফূর্তি ও সুখভোগের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চাচ্ছে। পবিত্র বাইবেলের গ্রন্থ করিন্থীয়দের কাছে সাধু পলের প্রথম পত্রের ১৩ অধ্যায়ে প্রকৃত ভালোবাসার কার্যকারিতা ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে এভাবে -

আমি যদি মানুষদের ও স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলতে পারি, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালবাসা, তাহলে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতাল ছাড়া আর কিছুই নই। আর যদি প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করতে পারি, যদি উপলব্ধি করতে পারি সমস্ত রহস্যাবৃত সত্য, জানতে পারি ধর্মজ্ঞানের সমস্ত কথা, যদি আমার অন্তরে থাকে পর্বত সরিয়ে দেবার মতো পূর্ণ বিশ্বাস, অথচ না থাকে ভালবাসা, তাহলে আমি তো কিছুই নই! আর আমি যদি আমার সমস্ত-কিছুই দীনদরিদ্রদের মধ্যে দিই, এমন কি আমার নিজের দেহ-ও আগুনে সঁপে দিই, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালবাসা, তাহলে তাতে আমার কোন লাভই নেই। ভালবাসা নিত্য সহিষ্ণু, ভালবাসা স্নেহ-কোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা। ভালবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না, রুক্ষও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজীও নয়। পরের অপরাধ সে কখনো ধরেই না। অধর্মে সে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ। ভালবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখে দেখে; তার বিশ্বাস সীমাহীন, সীমাহীন তার আশা ও তার ধৈর্য। ভালবাসার মৃত্যু নেই।

বিশ্ব ভালবাসা বা ভ্যালেন্টাইন দিবসে ভালবাসার উন্মাদনা উদযাপন না করে প্রতিদিনই ভালবাসার স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে তুলি নিজেদের জীবন ও পরিবার। রোগী ও অভাবী পীড়িতদের প্রতি আমাদের আচরণ ও যত্নদানের মনোভাবই আমাদের ভালবাসার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরবে। †

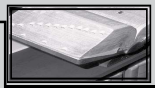

**তিনি তাকে বললেন, 'কন্যা, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে; শান্তিতে যাও, ও তোমার রোগ থেকে মুক্ত হয়ে থাক।'** *(মার্ক ৫:৩৪)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

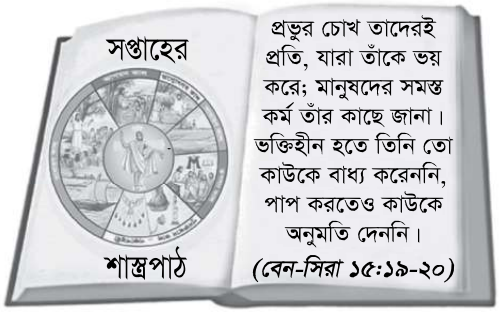


প্রভুর চোখ তাদেরই প্রতি, যারা তাঁকে ভয় করে; মানুষদের সমস্ত কর্ম তাঁর কাছে জানা। ভক্তিহীন হতে তিনি তো কাউকে বাধ্য করেননি, পাপ করতেও কাউকে অনুমতি দেননি। *(বেন-সিরা ১৫:১৯-২০)*

## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১২ - ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

**১২ ফেব্রুয়ারি, রবিবার**
সিরাক ১৫: ১৬-২১, সাম ১১৮: ১-২, ৪-৫, ১৭-১৮, ৩৩-৩৪, ১ করি ২: ৬-১০, মার্ক ৫: ১৭-৩৭

**১৩ ফেব্রুয়ারি, সোমবার**
আদি ৪: ১-১৫, ২৫, সাম ৫০: ১, ৮, ১৬খগ-১৭, ২০-২১, মার্ক ৮: ১১-১৩
**বিশপ পনেন পল কুবি** সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

**১৪ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার**
সাধু সিরিল, সন্ন্যাসী এবং সাধু মেথোডিউস, বিশপ, *স্মরণদিবস* **(ইউরোপের প্রতিপালক)**
আদি ৬: ৫-৮; ৭: ১-৫, ১০, সাম ২৯: ১-২, ৩-৪, ৩, ৯-১০, মার্ক ৮: ১৪-২১, **ভ্যালেন্টাইনস্ ডে**

**১৫ ফেব্রুয়ারি, বুধবার**
আদি ৮: ৬-১৩, ২০-২২, সাম ১১৫: ১২-১৫, ১৮-১৯, মার্ক ৮: ২২-২৬

**১৬ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার**
আদি ৯: ১৩, সাম ১০১: ১৬-২১, ২৯, ২২-২৩, মার্ক ৮: ২৭-৩৩

**১৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার**
সেবা-সংঘের সাত জন পুণ্য প্রতিষ্ঠাতা
আদি ১১: ১-৯, সাম ৩৩: ১০-১৫, মার্ক ৮: ৩৪-৯: ১

**১৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার**
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
হিব্রু ১১: ১-৭, সাম ১৪৪: ২-৩, ৪-৫,১০-১১, মার্ক ৯: ২-১৩

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

+ ১৯৯৮ সিস্টার রোদল্‌ফা ওরনাগো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৩ ফাদার কার্লো কালাঙ্কি পিমে (দিনাজপুর)

**১৩ ফেব্রুয়ারি, সোমবার**
+ ১৯৫৭ ফাদার মরিস জে নরকার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯১ সিস্টার এম চার্লস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ সিস্টার রেজিনা কুজুর এসসি (দিনাজপুর)

**১৪ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার**
+ ১৯৫৫ ফাদার পল জে সি সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সিস্টার **আর্থার ফেরী** সিএসসি (ঢাকা)

**১৫ ফেব্রুয়ারি, বুধবার**
+ ১৯৪৪ সিস্টার এম বার্কম্যান এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৩ ফাদার লুইজি পাসেতো পিমে (রাজশাহী)
+ ২০১৬ ফাদার অতুল এম. পালমা সিএসসি (ঢাকা)

**১৬ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার**
+ ১৯২৩ সিস্টার এম পল অব দ্যা ইনকারনেশন টবিন সিএসসি
+ ১৯৫৩ ফাদার জন বি ডেলোনী সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৩ ফাদার লুইজি কার্‌রেয়া পিমে (দিনাজপুর)

**১৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার**
+ ১৯৭৯ ফাদার জন কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৯৩ সিস্টার পল জুলিয়েট এসএএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৭ মাদার কানিসিউস রাভেনেল্লে সিএসসি
+ ২০১১ বিশপ ফ্রান্সিস এ গমেজ (ময়মনসিংহ)
+ ২০১৬ সিস্টার মিকেলা ডি'কস্তা এসসি (ঢাকা)

**১৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার**
+ ১৯৩৬ সিস্টার এম বার্কম্যান্স আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৪ সিস্টার মারী ভিয়ান্নী স্টোনস্ট্রিট সিএসসি
+ ১৯৯৪ ব্রাদার জেরাল্ড ক্রেগার সিএসসি (ঢাকা)

# খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

**॥জ॥ এই সংস্কারের সেবাকর্মী**

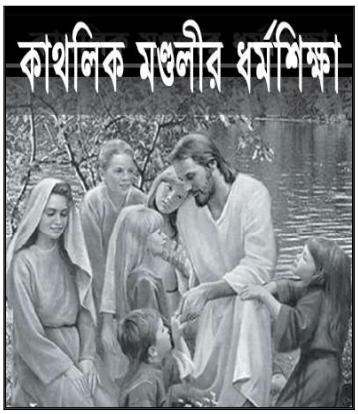


**১৪৬৮:** "অনুতাপ সংস্কারের গোটা ক্ষমতা হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের পুনরুদ্ধার এবং তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের মিলন-বন্ধনে আমাদের আবদ্ধ করা। "ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলনই হচ্ছে এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ও ফল। যারা অনুতপ্ত হৃদয়ে ও ধর্মীয় মনোভাব নিয়ে অনুতাপ সংস্কারটি গ্রহণ করে, পুনর্মিলন "তাদের জন্য নিয়ে আসে আত্মিক সান্ত্বনাসহ বিবেকের প্রশান্তি"। বাস্তবিক পক্ষে, ঈশ্বরের সঙ্গে সংস্কারীয় পুনর্মিলন সত্যিকারের "আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান" ঘটায়, ঐশ-সন্তানের জীবনের মর্যাদা ও আশীর্বাদ পুনরুদ্ধার করে, যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূলবান হল ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

**১৪৬৯:** এই সংস্কারটি খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলন ঘটায়। পাপ ভ্রাতৃসুলভ-মিলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এমনকি ভেঙ্গে ফেলে। অনুতাপ সংস্কার এই মিলনের প্রতিবিধান ও পুনরুদ্ধার করে। এ অর্থে, সংস্কারটি শুধু নিরাময় ক'রে খ্রীষ্টমণ্ডলীর ঐক্যমিলন পুনরুদ্ধারই করে না, বরং এর ফলে খ্রীষ্টমণ্ডলীর জীবনে নবশক্তি সঞ্চার করে, কেননা তার একটি অঙ্গের পাপের ফলে সে কষ্টভোগ করেছে। সিদ্ধগণের মিলন-সংযোগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বা সবল হয়ে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর এই তীর্থযাত্রাকালে অথবা স্বর্গীয় স্বদেশভূমিতে, খ্রীষ্টের দেহের সকল জীবিত সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পদের বিনিময়, পাপীকে আরও বলশালী করে।

অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে.. ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলন অন্যান্য পুনর্মিলনের দিকেও পরিচালিত করে, যা পাপের কারণে সৃষ্ট ভাঙ্গনকে সারিয়ে তোলে। ক্ষমাপ্রাপ্ত অনুতাপী তার অন্তরতম সত্তায় নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, যেখানে সে পুনরায় তার অন্তরতম সত্যকে লাভ করে। সে তার ভাইবোনদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, যাদের সে কোন না কোনভাবে অপমান ও আঘাত করেছে। সে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে পুনর্মিলিত। সে সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে পুনর্মিলিত।

**১৪৭০:** এই সংস্কারে পাপী নিজেকে ঈশ্বরের দয়াপূর্ণ বিচারের সামনে উপস্থিত ক'রে, পূর্ব থেকেই সে-যেন সেই বিচারের সামনে নিজেই উপস্থিত হয়, যার সামনে তাকে একদিন তার জাগতিক জীবন-সায়াহ্নে দাঁড়াতে হবে। কারণ এই জগতে এখনই আমাদেরকে জীবনে বা মৃত্যুর একটিকে বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া হয়, এবং মনপরিবর্তনের পথচলার মধ্যদিয়েই আমরা ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে পারি, যে-রাজ্য থেকে গুরুতর পাপ তাকে বহিষ্কৃত করেছে। অনুতাপ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রীষ্টেতে মন ফিরিয়ে, পাপী মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয় এবং সে "বিচারের সাম্মুখীন হয় না"।

## অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১৩ ফেব্রুয়ারি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি- এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

*- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

**ফাদার বাবলু কোড়াইয়া**

## সাধারণকালের ষষ্ঠ রবিবার

## মূলভাব: "ভালোবাসাই মানুষকে বাধ্য হতে শেখায়"

**১ম পাঠ** : সিরাক ১৫: ১৬-২১
**২য় পাঠ** : ৪-৫, ১৭-১৮, ৩৩-৩৪
**মঙ্গলসমাচার** : মার্ক ৫: ১৭-৩৭

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আজ আমরা উপনীত হয়েছি সাধারণকালের ষষ্ঠ রবিবারে। আজকের উপাসনায় মাতামণ্ডলী আমাদের যে পাঠগুলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তারই আলোকে আজকে আমাদের অনুধ্যান। আজকের প্রথম পাঠ নেওয়া হয়েছে বেন সিরা'র রচনাবলী থেকে। যেখানে বলা হয়েছে, মানুষের সামনে রাখা হয়েছে জীবন ও মৃত্যু এবং ভাল ও মন্দ উভয়ই। এখন জীবন ও মৃত্যু এবং ভাল ও মন্দ বেঁছে নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই। ঈশ্বর আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে এমন একটি সত্য প্রদান করেন এবং আমাদের নিজ জীবনে স্বাধীনতাকে এতটাই সম্মান করেন যে, তিনি আমাদের জীবন বা মৃত্যু, ভাল বা মন্দ অনুভব করতে দেন। অর্থাৎ আমরা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কোন কিছু বেছে নেই; তবে তিনি তা অবশ্যই আমাদেরকে দেবেন এবং আরও বেশি করে উদার ভাবেই দেবেন, তাই আমরা যা বেছে নেই; তা হয়ে উঠতে চেষ্টা করি। আসুন, আমরা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, ঈশ্বরের নির্দেশিত ভালোবাসার পথ বেছে নেই এবং স্বর্গে বাস করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি হয়ে উঠতে চেষ্টা করি।

সামসঙ্গীতে বলা হয়েছে, ধন্য তারা, যারা ঈশ্বরের বিধান পালন করে। ঈশ্বরের বিধান পালন করা হলো আমাদের জন্য ঈশ্বরের একটি নির্দেশ যা আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি থেকে পেয়েছি। কেননা, এ পৃথিবীতে এমন কোন রাজ্য নেই যা কোন নিয়ম ছাড়া চলে। আর এই নিয়ম পালনের মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের আদেশের প্রতি আমাদের আনুগত্য স্বীকার করি বা নিজ জীবনে ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে স্বাধীন হয়ে উঠি। অর্থাৎ, নিয়ম আমাদেরকে ভালোবাসার পথ বা ঈশ্বরের নির্দেশিত পথের দিকে যাবার জন্য স্বাধীন করে দেয়। সেজন্যে বলা যেতে পারে, ঈশ্বর মানুষকে তার সাহায্যকারী বা সেবক হবার জন্যই শুধু সৃষ্টি করেনি বরং তাকে সৃষ্টি করেছেন তার সর্বোত্তম ভালোবাসা দিয়ে নিজের প্রতিমূর্তিতে যেন প্রত্যেকজন মানুষ ঐশ ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তিনি মানুষকে সুখী হবার জন্য নিয়ম দিয়েছেন যাকে আমরা তার আজ্ঞা বলে থাকি। আর সেই আজ্ঞা পালনের মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি এবং অনন্ত সুখ লাভের যোগ্য হয়ে উঠতে পারি।

আজকের ২য় পাঠ নেওয়া হয়েছে করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে। এই পাঠে সাধু পল করিন্থীয়বাসীদের উদ্দেশ্য করে আমাদেরকে বলতে চান যে, যে জ্ঞানের বাণী পল প্রচার করেন সে জ্ঞান এ সংসারের জ্ঞান নয়, সেই জ্ঞান ঈশ্বর প্রকাশিত প্রজ্ঞা। আর প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত ও পরিপক্ক মানুষ যারা; তারাই ঈশ্বর প্রকাশিত প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের দ্বারাই পরিচালিত। তাই, আধ্যাত্মিক অর্থে তারাই পরিণত মানুষ। সেজন্যে, তারা ঈশ্বরের ভালোবাসার জন্য পবিত্র আত্মার নির্দেশে জীবন-যাপন করে থাকেন।

তাই আজকের মথি রচিত মঙ্গলসমাচারের মধ্যদিয়ে যিশু আমাদেরকে শাস্ত্রী ও ফরিসীদের মতো জীবন-যাপন না করার বিষয়ে সতর্ক বাণী দিয়ে বলেন, তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা যেন শাস্ত্রী ও ফরিসীদের চেয়ে আরো বেশি গভীর হয়। তা না হলে তোমরা কেউই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত যিশু খ্রিস্টই হলেন সকল ঐশ বিধি-বিধানের পূর্ণতা। তাই, মানুষের কাছে খ্রিস্টীয় বিধানের দাবী প্রাচীন বিধানের চেয়েও অনেক ব্যাপক এবং তা পালন করাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ। সেই জন্য যিশু আজকের এই মঙ্গলসমাচারে আমাদেরকে ঈশ্বরের আদেশ পালন করার জন্য আরো জোরালো দাবী রাখেন। আসুন, আমরা এখন এই রবিবারের বাণীপাঠগুলোর আলোকে হৃদয় গভীরে উপলব্ধি করি ঈশ্বর তার পুত্রের মধ্যদিয়ে আমাদেরকে কি বলতে চান? প্রথম পাঠে আমাদেরকে বলা হয়, আমরা যেন ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করি, দ্বিতীয় পাঠে আমাদেরকে বলা হয়, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের মধ্যদিয়ে আমরা যেন প্রজ্ঞাকে লাভ করি এবং সেই প্রজ্ঞা আমাদের বাহ্যিক জীবনে ব্যবহার করে ঐশ জ্ঞানকে আহরণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করি। কেননা, ঐশ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা জগতের সবকিছুর চেয়ে বেশি মহৎ ও সর্বোত্তম। সেই জন্য, যিশু তাঁর মঙ্গলসমাচারের মধ্যদিয়ে আমাদের বলেন যে, তিনি এ জগতে এসেছেন প্রাচীন বিধান বাতিল করতে নয় বরং বিধানের পূর্ণতা দিতে। তাই, এসব আদেশের মধ্যে গৌণতম আদেশগুলির একটিও যদি কেউ লঙ্ঘন করে আর অপরকে লঙ্ঘন করতে শেখায় তাহলে সে স্বর্গরাজ্যে তুচ্ছতম বলে গণ্য হবে। কিন্তু কেউ যদি সেই সব আদেশগুলি পালন করে ও পালন করতে শেখায় তাহলে স্বর্গরাজ্যে সে মহান বলেই গণ্য হবে।

যিশু ঐশরাজ্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে সমস্ত আইন বা নিয়ম-নীতিকে একটি মাত্র আদেশের মধ্যদিয়ে সংক্ষেপে বলেন: **"তুমি তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাস।"**
যিশু মানুষের হৃদয় খুব ভালভাবে জানেন। তিনি এও জানেন যে, আমরা আমাদের সর্বস্ব দিয়ে তাঁর ইচ্ছা পালন করি না বা তাঁর পথও অনুসরণ করি না। তবুও ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে তাঁর প্রেমময় সন্তানের মতো আচরণ করেন এবং এর মধ্যদিয়ে তিনি আমাদের বুঝাতে চান যে, আমরা যেন তাঁর ইচ্ছা এবং আদেশ পালনে সচেষ্ট হতে পারি। নিজেদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যে পরিচালিত করতে পারি। তাই আমরা যারা ঐশ পিতার সন্তান আমাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁর পুত্রের আহ্বান এই যে, আমি যেমন তোমাদেরকে ভালোবেসেছি, তেমনি তোমাদেরও একে অপরকে ভালবাসতে হবে।

ঈশ্বর নিজেই আমাদেরকে ভালবাসেন, তাই তিনি চান যেন আমরা সত্যিকার অর্থেই সম্পূর্ণরূপে সুখী মানুষ হতে পারি। অর্থাৎ, আমাদের ভালবাসা এবং আনুগত্যের জন্য আমরা তা লাভ করি না বরং তিনি আমাদেরকে তার ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় দিয়ে সর্বদা আগলে রাখেন।

ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে আমরা কেউ সুখী হতে পারি না। কেননা, ঈশ্বর নিজেই হচ্ছেন আমাদের সুখের ঝর্ণাধারা। আর সেজন্যেই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার জন্যে তিনি মোশীর মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতির মাধ্যমে মানবজাতিকে তার দশ আজ্ঞা প্রদান করেন। অর্থাৎ, ঈশ্বর চেয়েছেন আমরা যেন তার আদেশ পালন করার মধ্যদিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারি। তবে তিনি আমাদেরকে তা পালন করতে বাধ্য করেননি বরং স্বাধীনতা দিয়েছেন তা হৃদয়ে উপলব্ধি করে তার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে। তাই, আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসব তা অবশ্যই ভয়ের কারণে নয় বরং ভালোবাসার দাবী নিয়ে।

সাধু পল আজকের দ্বিতীয় পাঠে আমাদের দেখিয়েছেন, কিভাবে আমরা ঐশরাজ্যের নিয়ম পালন করতে পারি। তিনি বলেন, কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শুনেনি হৃদয় নেই কোন মানুষ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি যে, ঈশ্বর প্রেমীদের জন্যে তিনি সবকিছু করতে প্রস্তুত আছেন। তাই, আসুন, আজ আমরা আরেকটু গভীরভাবে ধ্যান করি নিম্নোক্ত ৩টি প্রশ্ন নিয়ে-

১. আমার সামনে ঈশ্বরের দেয়া বিধান বা নিয়মের আসল উদ্দেশ্য কী আমি বুঝতে পারি?
২. যখন আমি মনে করি একটি আইন অন্যায্য বা অন্যায় তখন আমি কীভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানাব?
৩. ঈশ্বর আমার কাছে যা চাইছেন তার গভীর অর্থ আমি কোথায় খুঁজব?

# বিশ্ব রোগী দিবস-২০২৩ উপলক্ষে পোপ ফ্রান্সিসের বাণীর সার-সংক্ষেপ

## “অসুস্থ রোগীদের প্রতি সকলে যত্নশীল ও সমব্যথী হই যা সিনোডাল অনুশীলন”

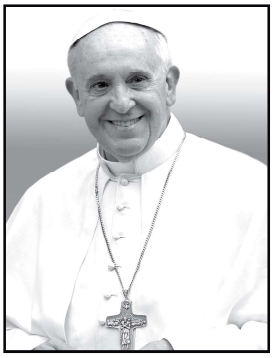

**প্রিয় ভ্রাতা-ভগ্নীগণ,**

অসুস্থতা মানুষের জীবনেরই একটি অংশ। এই অসুস্থতার সময় যদি কোন মানুষের একাকী, অযত্নে ও অবহেলায় থাকতে হয় তাহলে এটা হয়ে ওঠে আরো অমানবিক। অসুস্থতার সময় যদি অন্যেরা বা আত্মীয়স্বজনেরা কাছে থাকে তাহলে তা গ্রহণ করতে কষ্ট কম হয়, অবসাদগ্রস্থতা কমে এমনকি কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কমে যায়। অসুস্থতা মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত যখন আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের সাথে মিলিত হই, সঙ্গ দেই এবং যত্ন করি পাশাপাশি অন্যের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়। কারণে ৩১তম রোগী দিবসে পোপ ফ্রান্সিস মণ্ডলীর এক সাথে পথ চলার বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য আহ্বান করেন। বিশেষভাবে যখন মানুষ কোন বিপন্নতা এবং অসুস্থতার মধ্যদিয়ে দিন যাপন করে তখন মানুষের মনে একসাথে থাকার, মানুষের সঙ্গ পাবার ইচ্ছা পোষণ করে, ফলে মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, সহানুভূতি ও মায়ামমতা বাড়ে যা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে।

প্রবক্তা এজিকিয়েল পুস্তকে প্রভু পরমেশ্বর এই বিষয়ে যে কথা বলেছেন তা এই বিষয়ে আরো উচ্চমাত্রা যোগ করেছে। “আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে পালন করব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব। যে মেষ পথহারা আমি তার খোঁজ করবো, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ফিরিয়ে আনবো, যেটা ক্ষত-বিক্ষত তার ক্ষত স্থান বেঁধে দিব, যেটা দুর্বল তাকে বলবান করব, যেটা হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান তাকে বলি দিব। আমি ন্যায়ের সঙ্গেই তাদের চরাব *(এজেকিয়েল ৩৪:১৪-১৬)*।” মানুষের বিব্রতকর অবস্থা, অসুস্থতা এবং দুর্বলতা জীবন চলার পথে এক একটি অংশ। যারা ঈশ্বরের পথ থেকে দূরে চলে যায় তাদেরকে ঈশ্বরের ভালবাসায় নিয়ে আসতে হবে; কারণ পিতা ঈশ্বর চান না কোন সন্তান তার কাছ থেকে দূরে চলে যাক। এখান থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি কিভাবে সমাজের জনগণ সত্যিকার অর্থে একসাথে পথচলার অনুশীলন মজবুত ও সংস্কৃতি তৈরি করতে পারে।

প্রৈরিতিক পত্র *ফ্রাতেল্লি তুত্তি* আমাদেরকে দয়ালু শমরিয়ের দৃষ্টান্ত পড়তে ও নতুনভাবে অনুশীলন করতে উৎসাহিত করে; যার মাধ্যমে বন্ধ পৃথিবীর কালো মেঘ থেকে সরে একটি উন্মুক্ত বিশ্বের কল্পনা এবং উদ্ভাবন করে (দ্রষ্টব্য ৫৬)। এই দৃষ্টান্তের সাথে যিশুখ্রিস্টের একটি গভীর সম্পর্ক আছে, কারণ বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্নভাবে ভ্রাতৃত্ববোধ লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই দৃষ্টান্তের মধ্যে দেখা যায় একজন ডাকাত একজন ব্যক্তিকে রাস্তার পাশে মারধোর করে ফেলে রেখেছিল, ঠিক বর্তমান সময়েও একই চিত্র দেখতে পাই, আমাদের অনেক ভাই-বোন রাস্তার পাশে পড়ে থাকে, যাদের জন্য অনেক সাহায্য দরকার। মানব জীবন ও তার মর্যাদা যা মানুষ প্রকৃতিগতভাবে পেয়ে থাকে তা যখন অন্যায্যতা, নির্যাতনের শিকার হয় এবং কতটুকু মানব মর্যাদা অপদস্ত হয় তা নির্ণয় করা সহজ নয়। কিছু মানুষের অতিরিক্ত লোভের কারণে মানুষের মধ্যে অসমতা বৃদ্ধি ও মানবীয় পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ফলে এটা বলা ঠিক হবে না এগুলো শুধু প্রাকৃতিক কারণে হচ্ছে। এই সব ভোগান্তির প্রধান কারণ হলো সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব।

এই সময় মানুষের একাকীত্ব এবং ছুঁড়ে ফেলা বিষয়গুলো বিশেষভাবে চিহ্নিত করা দরকার। এগুলো এক ধরনের নিষ্ঠুরতা যা দূর করা যায়, কিন্তু অন্যায্যতা দূর করা অনেক কঠিন। কারণ এই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা পাই এই ধরনের মানুষের জন্য প্রয়োজন একটু সময়, তাদের প্রতি সমবেদনা যা তাদের দুঃখ কমাতে সহায়তা করে। দু'জন পথচারী যারা একজন ধার্মিক এবং সন্ন্যাসব্রতধারী রাস্তার পাশে আহত ব্যক্তিকে দেখে কোন মায়া হয়নি, তারা তাদের যাত্রাও থামায় নি। তৃতীয় ব্যক্তি তিনি একজন শমরিয় এবং বিদেশী, যিনি আহত ব্যক্তিকে দেখে সমব্যথী হয়ে ওঠেন, রাস্তায় তার সেবা করেন, যত্ন করে তুলে নেন এবং একজন ভাইয়ের মত চিকিৎসা করান। এই কাজ করার মাধ্যমে কোন ধরনের সন্দেহ ছাড়া আমরা বলতে পারি তিনি অন্যদের চেয়ে ভিন্ন কিছু করেছেন এবং তা পৃথিবীতে ভাইয়ের সম্পর্ক তৈরি করেছে।

ভ্রাতা এবং ভগ্নিগণ, আমরা সচরাচর অসুস্থতার জন্য প্রস্তুত থাকি না। প্রায় সময় ভুলে যাই আমরা বার্ধক্যে পৌঁছেছি। আমাদের বিপন্নতা আমাদের ভয় পায় এবং দক্ষতার ব্যাপক সংস্কৃতি আমাদেরকে কার্পেটের নিচে ঝাড়ু দিতে ঠেলে দেয় যেখানে আমাদের মানবিকতার জন্য কোন জায়গা নেই। এইভাবে মন্দ বিষয়গুলো আমাদের সামনে চলে আসে এবং আমাদের আহত করে স্তব্ধ করে দেয়। উপরন্ত একই সময়ে অন্যেরা আমাদের দূরে সরিয়ে দিতে পারে। এমনকি দুর্বলতাবশত: কখনো এমনও মনে হতে পারে আমরাও নিজেদের বোঝা কমানোর জন্য অন্যদের দূরে সরিয়ে দিব। এইভাবেই একাকীত্ব তৈরি হয় এবং আমরা এই অন্যায়ের তিক্ত অনুভূতি দ্বারা ক্রমেই বিষাক্ত হয়ে পড়ি- যেন ঈশ্বর নিজেই আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা এটা খুঁজে দেখতে পারি যখন অন্যান্যদের সাথে আমাদের সম্পর্ক খারাপ থাকে তখন ঈশ্বরের সাথে শান্তিতে থাকা কঠিন। এমনকি অসুস্থতার মাঝেও এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই সম্পর্ক না থাকলে সমস্ত মণ্ডলী নিজেদের বাইবেলের দৃষ্টান্ত দয়ালু শমরিয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কিন্তু এটা না হয়ে প্রত্যেকে একটি “মাঠ সেবাকেন্দ্র” হতে পারি যা হবে দয়ার নিবাস যেখানে সেবার মিশন বিকশিত হবে যা বিশেষভাবে সময়ের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে থাকবে। আমরা সকলে ভঙ্গুর এবং বিপন্ন; তাই এমনভাবে সমবেদনা জানাতে হবে যাতে তারা কিভাবে থামতে হয়, উপায় খুঁজে বের করতে হয়, নিরাময় করতে এবং ঘুরে দাঁড়াতে পারে তা বের করতে পারে।

সুতরাং অসুস্থদের দুর্দশা এমন একটি অবস্থা তাদের যারা চলার পথে কোন ভাই-বোন থাকে না তাদের জীবন কষ্ট ভোগের মাধ্যমে কেটে যায় এবং জীবনের গতি/আনন্দ কমে যায়।

বিশ্ব রোগী দিবসে যারা বিভিন্নভাবে রোগে শোকে আক্রান্ত তাদের জন্য প্রার্থনা এবং ঘনিষ্ঠ হওয়ার আহ্বান জানায়। এই দিবসের আরো উদ্দেশ্য হলো ঐশজনগণ, স্বাস্থ্যসেবা সংগঠন এবং সাধারণ জনগণ একসাথে নবযাত্রায় সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এজেকিয়েলের ভবিষ্যতবাণীতে যারা অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনা করে তাদের অগ্রাধিকার সম্পর্কে কঠিনভাবে বলেন "তোমরাতো দুধ খেয়ে নিজেদের পুষ্ট কর, পশমের কাপড় পড়, সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট মেষকে বলি দাও, কিন্তু পালকে প্রতিপালন কর না। যে মেষগুলো দুর্বল, তাদের তোমরা বলবান করনি, যেগুলি পীড়িত, তাদের যত্ন করনি, যেগুলি ক্ষত-বিক্ষত, তাদের ক্ষতস্থান বাঁধনি, যেগুলি পথভ্রষ্ট, তাদের ফিরিয়ে আননি, যেগুলি পথহারা, তাদের খোঁজ করনি, বরং নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে ও অত্যাচার চালিয়েই তাদের শাসন করেছ।" ঈশ্বরের বাক্য সবসময় আলোকিত এবং সময়োচিত; এটা শুধু মাত্র নিন্দা করার জন্য নয় বরং অনেক নতুন পথের কথাও বলা আছে। প্রকৃতপক্ষে, এটা বলা যায় দয়ালু শমরিয় দৃষ্টান্তের মধ্যে দেখানো হয়েছে কিভাবে ভাইয়ের প্রতি ভাই দয়া দেখাতে পারে। এটা সরাসরি এবং সংঘঠিত ও সামগ্রিক যত্নের মাধ্যমে শুরু হতে পারে। সরাইখানার বিভিন্ন উপাদান, সরাইখানার মালিক, অর্থ এবং পুনরায় ঐ পরিস্থিতিতে ফিরে এসে খোঁজ-খবর নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া *(লুক ১০:৩৪-৩৫)* সম্পূর্ণ বিষয়টি স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজ কর্মী, পরিবারের সদস্য, স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ভাল উদাহরণ যা প্রতিদিন পৃথিবীর যেকোন জায়গা থেকে মন্দ বিষয়কে মোকাবেলা করতে পারে।

বিগত বছরগুলোতে কোভিডের সংক্রমণ বৃদ্ধিতে যেসব স্বাস্থ্যকর্মী, গবেষক প্রতিদিন আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবা করেছেন তাদের প্রতি মানুষের অনেক কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এখনো এই বিশাল সম্মিলিত ট্র্যাজেডি যেভাবে উদ্ভুত হয়েছে এবং যেভাবে সামাল দিয়েছে, তারজন্য শুধুমাত্র তাদেরকে সম্মানিত করাটাই যথেষ্ঠ হয়নি। কোভিড-১৯ এর মাধ্যমে পৃথিবীতে একটি বড় জোট তৈরি হয়েছে এবং মানুষের দক্ষতা ও সংহতি বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি জনগণের চলমান স্বাস্থ্যসেবা ও কল্যাণের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাগুলোও বের করা হয়েছে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর যে কাজটি প্রয়োজন তা হলো স্বাস্থ্যসেবার বাস্তবসম্মত কৌশল ও সম্পদ দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার মতো মৌলিক অধিকার সঠিকভাবে নিশ্চিত করা যায়। এই কাজটি করার জন্য প্রতিটি দেশকে মিলিত ও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে।

দয়ালু শমরিয় সরাইখানার মালিককে ডেকে বলেছেন "একে যত্ন করুন *(লুক ১০:৩৫)*।" যিশুখিস্ট একইভাবে এক অপরের প্রতি তাই করতে বলেছেন। তিনি আমাদের উপদেশ দেন "এবার যান, আপনিও সেইমত কাজ করুন *(লুক ১০:৩৭)*।" ফ্রাতেল্লি তুত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে "এই দৃষ্টান্ত আমাদের দেখায় কিভাবে একটি সমাজ নারী ও পুরুষের মাধ্যমে নতুনভাবে তৈরি হতে পারে যারা অন্যদের বিপন্নতা চিহ্নিত করতে পারে, যারা বর্জনের সমাজকে বিরোধিতা করে, এবং প্রতিবেশির মতো কাজ করে, যারা জনগণের সম্পদ রক্ষায় তাদেরকে তুলে ধরে এবং পুনর্বাসন করে (ধারা-৬৭)। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সৃষ্টি হয়েছে পূর্ণ করার জন্য যা কেবল ভালবাসার মাধ্যমেই করা যায়। এই ধরনের কষ্টভোগকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না (ধারা-৬৮)।

চলুন আমরা আমাদের চিন্তাগুলোকে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এর মূলবিষয় লুর্দের রাণী মা মারীয়ার শিক্ষাকে মণ্ডলীর এই বর্তমান সময়কে বিবেচনা করে এগিয়ে চলি। যাকিছু ভালমতো চলছে অথবা যারা এই ব্যাপারে উৎপাদনশীল বিষয়টি শুধু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অসুস্থ মানুষও ঐশ্বজনগণের কেন্দ্রবিন্দু, মানবতার চিহ্ন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি মূল্যবান হিসেবে অর্থাৎ কেউই এর বাইরে বা পিছনে থাকবেনা এই মন্ত্রে মণ্ডলী তাদের সাথে চলার ক্ষেত্রে অগ্রগামী।

মা মারীয়া, যিনি রোগীদের স্বাস্থ্য, এই মায়ের কাছে আমি সকল অসুস্থ রোগী ও তাদের পরিবার প্রিয়জনদেরকে সমর্পণ করি। স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের কাজ, গবেষণা, স্বেচ্ছাসেবা এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে উপযুক্ত সেবা দিয়ে ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনে অসুস্থ ভাই-বোনদেরকে আরো কাছে টেনে নিতে পারেন।

রোমের সাধু জন লাতেরান মহামন্দির থেকে

১০ জানুয়ারি, ২০২৩

**পোপ ফ্রান্সিস**

(ভাবানুবাদ: মিসেস লিলি গমেজ, সেক্রেটারি সাস্থ্যসেবা বিষয়ক বিশপীয় কমিশন)

*(৩১ বছর আগে, সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল "বিশ্ব রোগী দিবস" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঐশ জনগণ, কাথলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য, যাতে অসুস্থ রোগীদের প্রতি সকলেই মনোযোগী ও যত্নশীল হতে পারেন। এই দিবস উপলক্ষে পোপ মহোদয়ের বাণীর ভাবানুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হলো)*

# ভালবাসতে প্রয়োজন সুন্দর নিষ্কন্টক একটা মন!

**রবীন ভাবুক**

ছবি: ইন্টারনেট

গত বছর আমার এক বন্ধু এসেছিল বাসায়। কয়েকটা দিন থাকবে। দুইটা চাকুরির ইন্টারভিউ দিবে। সকালে এসে বের হয়েছে, ফিরেছে রাত ১২টার দিকে। ওই দিন তেমন কথা হয়নি। পরের দিন সন্ধ্যায় ও ফিরে আসার পর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। প্রায় ১৫ বছর পর দেখা। ওদের এলাকাটা আমার কাছে খুব আবেগের জায়গা। কারণ, নির্দিষ্ট বড় একটা সময় ওদের এলাকায় থেকেছি, পড়া-শোনা করেছি। তাই বিভিন্নভাবে ওর বাবা-মা, দাদু-দিদা, ওদের এলাকা, এলাকার মানুষকে নিয়ে নানা প্রশ্ন করতে থাকি। কিন্তু একটা বিষয় গিয়ে খুব বেশি বিরক্ত হয়ে গেলাম। যে প্রশ্নই করি, ঘুরে ফিরে ও যেদিন আসছে সেদিনের গল্প চলে আসে। দিনটি ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি (ভ্যালেনটাইন ডে)। সকালে আমার বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে বের হয়েছে ওর বান্ধবীর সাথে দেখা করতে। ওইদিন আর ইন্টারভিউটাও দেয়নি। ভালবাসার মানুষের সাথে ভালবাসার দিনের সময় কাটাবে এটাই মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকাল ১১টা থেকে বান্ধবীর ইউনিভার্সিটির সামনে দাঁড়ানো তাও বান্ধবীর দেখা পেল না। পরে বান্ধবীর হোস্টেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো তাও বিকেল ৫টা বাজে দেখা পেল না। কতশত বার যে ফোন দিয়েছে ঠিক নেই। তাও ধরে নি। গল্প করতে করতে পা দেখালো কতশত মশায় যে ওর পায়ে ভালবাসার হুল ফুটিয়েছে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মুখটির দর্শন পেল না। অবশেষে সাড়ে ৫টার সময় সেজেগুজে নিচে নেমে এলে, একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে হাত ধরে দু'জনে রিক্সায় চাপলো। একটা গোলাপ ফুল নিয়ে গিয়েছিল বন্ধুটি। ফুলটি পেয়ে বান্ধবী নাকি বলেছে, আমাকে অনেকে অনেক ফুল দেয়, কিন্তু এই গোলাপটি আমার কাছে সবচেয়ে বিশেষ। এরপর ঘুরলো, ফুচকা খেলো, রেস্টুরেন্টে রাতে ডিনার করলো, তাই আমার বাসায় আমার নিজের রান্না আলুভাজি আর টমেটো ডাল খেল না। ওর গল্প শুনতে শুনতে মনে হলো তাইতো, গতকাল ভ্যালেনটাইন ডে গেল। মনে যে ছিল না তা নয়। কিন্তু এতটা বিশেষ করে মনে করার ছিল না। মনে পড়লো মায়ের কথা। অন্তত এই দিনটায় মাকে ভালবাসা কথাটা জানাতাম। একটা অন্যরকম অনুভূতি কাজ করতো তখন। যাইহোক, বন্ধু সেদিন ভালবাসা দিবসের আরো অনেক কিচ্ছা শেয়ার করলো। পরদিন সকালে নাকি আবার গিয়েছিল ভার্সিটির সামনে। গিয়ে দেখে অন্য একজন ছেলের সাথে রিক্সায় চেপে বসুন্ধরার ভেতরে যাচ্ছে। পিছু নিল, দেখলো ঘাটপাড় নামক (যদিও আমি চিনি না) একটি জায়গায় দু'জনে প্রেম বিনিময় করছে। বন্ধুটি ফিরে এসে সন্ধ্যায় ফোন দিল, অফিস থেকে কখন ফিরবি, পারলে একটু আগে আয়, মনটা ভাল না। তাই আগেই গেলাম এবং এই গল্প শুনলাম। বন্ধু ওই ঘটনার পর ১টি বছর পাড় হয়ে গেল। এরপর ওদের মাঝে আবার সম্পর্ক হয়েছে আবার ভেঙ্গেছে। কিন্তু মিল এখনো ওদের হয়নি।

জানি না ভালবাসা ওদের কাছে কী! তবে আমি একটা বিষয় কিছুটা হলেও ভাবি, ভালবাসা মানেই তো মন্দ আশা। আসলে তা নয়। ভালবাসার রং, নির্যাস, আকুতি, অনুভূতি সবকিছুই একটু অন্যরকম। তাইতো ভালবাসার জন্য একটা দিনই বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বন্ধুটির কাছে ভালবাসা দিবসটি ছিল ইন্টারভিউ দেওয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, আর বান্ধবীর কাছে ছিল আজকে ওকে একটু সময় দেই, কাল আরেক জন। যে যেভাবে গুরুত্ব নিয়ে ভাবে। আমার কাছেও গুরুত্ব ছিল, আমি মাকে ভীষণ মিস করছিলাম। তিন জনের কাছেই ভালবাসার তিন রকম রং, অনুভূতি, আকুতি এবং নির্যাস।

আমার এক বন্ধু ছিল তাকে আগুন পাখি বলে ডাকতাম। একটু চঞ্চল-উড়ন্ত ছিল। আমাকে অনেক ভালবাসতো। কিন্তু নিজের স্বার্থে আর অন্যের ভুল প্ররোচণায় আমাকেই ভুল বুঝে দূরে চলে গেল। আমি চেষ্টা করেছি ভুলটা শেয়ার করতে, কিন্তু কানেই তুললো না। তার কাছে আমি এক সময় এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলাম, আর আজ আমাকে যেন চিনেই না। ভালবাসার কি শেষ আছে? প্রথম কথায় ভালবাসার শেষ নেই। সত্যিকার ভালবাসা কখনো শেষ হয় না। ভালবাসা অসীম। দ্বিতীয় কথায় শেষ আছে। হিংসা, অহংকার, ক্রোধ প্ররোচণায় ভালবাসা শেষ হয়। কিন্তু একটা সময় ভালবাসারই জয় হয়। তৃতীয় কথায়, যদি ভালবাসার জয় হয়ই, তাহলে ভালবাসার শেষ নেই।

ভালবাসা হলো একটা নেশা। যেমন হতে পারে ব্যক্তি কেন্দ্রিক, তেমনি ভাব কেন্দ্রিক। যেমন প্রেমিক-প্রেমিকা, তেমনি মানুষ এবং চেয়ার-প্রীতি। সবকিছুই কিন্তু ভালবাসা। আমাকে সত্যিকার শিক্ষিত লোক প্রশ্ন করেছিল, কেন মানুষ সংঘ-সমিতির চেয়ারের প্রতি এত টান দেখায়। এখানেও আসলে ভালবাসা বা চেয়ার-প্রীতির রূপ বৈচিত্র আলাদা। কেউ সম্মানের টানে, কেউ মানুষের মঙ্গলের টানে, কেউ ক্ষমতার দাপট দেখানোর টানে, কেউ কিছু সুবিধার টানে। এখানেও ভালবাসা রয়েছে, হয়তো ইতিবাচক, না হয় নেতিবাচক। এখানে যেটা অন্যকে দেওয়ার জন্য তা ভালবাসা, আর যেটা পাওয়ার জন্য তা পাপ। কারণ সরল অঙ্কের মতোই ভালবাসার হিসেবে শেষে ফলাফল পাবার নয়, দেওয়ার। সুতরাং মানুষ নিজেই বোঝে কে পাপ করছে আর কে ভালবাসছে। অহংকারী নিস্কর্মা রাজার চেয়েও খাটিয়ে সুবিধা দেওয়ার রাজাই ভাল। সেই রাজাই প্রজাদের ভালবাসা পায়। আমি একদিন একজন ধর্মীয় গুরুর সামনে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলাম, ওনার মতো ১শত জন ডক্টরেট ব্যক্তির চেয়েও অমুকের মতো একজন পাড়ার মোড়ের দোকানদার ভাল।

কারণ, ওই দোকানদার অন্তত কয়েকজন ব্যক্তিকে বাকিতেও খাবার দেয়, আবার কিছু পশু-পাখিও খাবার পায়, কিন্তু ওই ডক্টরেটদের মতো বয়ান দিয়ে নিজেকে জাহির বা খুঁটি শক্ত করে না। সেদিন ওই ধর্মগুরু বলেছিল, ওদের সামনে একটু মানুষ সম্মান করে তাও নিজের সুবিধার জন্য, কেউ কেউ তো পাশ কাটিয়ে চলেও যায়। কিন্তু তোমার ওই পাড়ার দোকানদারকে সবাই ভালবাসে।

ভালবাসা তো এমনও হতে পারে, আমার এক কলিগ ইউটিউব চালায়। আমার উপর সে নির্ভর করে, আমি যদি শেয়ার করি তাহলে তার চ্যানেলটি দ্রুত ইনকামে যাবে। আমার এখান থেকে নাকি বেশি ভিউয়ার পায়। তাই সে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৬টায় ভিডিও আপলোড দেয়। আমি তখন ঘুমাই। সে যখন ভিডিও দেয় আমার ফোনটিতে নোটিফিকেশন দিয়ে চিল্লাইয়া ওঠে। আমারও ঘুমের বারোটা বাজে। সকাল বেলার ঘুমে সকলে বকুল ফুলের তলায় যায়। যাইহোক, বিরক্ত হই বা যা করি নোটিফিকেশন বন্ধ করি না। পরে ঘুম থেকে উঠে মন থেকেই তার ভিডিও একটু লাইক-কমেন্টস্ দেই। তার জন্য প্রতিদিন একটা বেদনাময় ঘটনা আমি বহন করছি। এটাও হতে পারে কিন্তু একটি ভালবাসার উদাহরণ। ইতিমধ্যে তার চ্যানেলটি ভাল অবস্থানে রয়েছে। সে যখন আয় করবে, তখন আমার তার জন্য যে ভালবাসার ত্যাগটুকু করছি, তা স্বার্থক হবে।

ভালবাসা যেকোনো সময়, যেকোনো মুহূর্তে যে কারো সাথেই হতে পারে। ভালবাসার কোনো গণ্ডি, সময়, স্থান, কাল-পাত্র, বয়স নেই। ভালবাসা মনের সাথে মনের মিল। ভালবাসা হলো একটা অনুভূতি, যা আকর্ষণ করে, কাছে টানে। মানুষে মানুষে, বিশেষে বিশেষে এই আকর্ষণ। বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, প্রেমিক-প্রেমিকার সবার অনুভূতি বা আকর্ষণ আলাদা আলাদা। তাই ভালবাসার রং-ও হয় বর্ণিল। ভালবাসা অবস্তুগত সম্পদ যা অদৃশ্য অনুভূতি। একটা গোপন সত্ত্বা থেকে নিসৃত রস হলো ভালবাসা। একটা বিশ্বাস, আস্থা ও সততার উপর দাঁড়িয়ে থাকে ভালবাসা। ভালবাসা পাবার আশা থেকেও দেওয়ার অধিকার বেশি রাখে। কেউ যদি মনে করে আমি ভালবেসে সুখি হবো, তাহলে সে মরিচিকার পেছনেই ছোটে। কেউ যদি মনে করে আমি ভালবেসে তাকে সুখি করবো, তাহলে সে ভালবাসার স্বরূপই লাভ করে। নির্মোহতার বাহিরে এসে কাউকে ভালবাসায় ভরিয়ে তোলাই স্বর্গীয় অনুভূতি। ভালবাসলে পাপ হয় না, ভালবেসে স্বার্থপরের মতো চলে গেলেই পাপ হয়।

১৪ ফেব্রুয়ারি সবাই বিশ্ব ভালবাসা দিবস (ভ্যালেনটাইন ডে) হিসেবে পালন করে। কিন্তু ভালবাসা কি এই একটা দিনের জন্যই? ভালবাসা প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের। ভালবাসা দিবসটি নিজেকে নবায়ন করার দিন। নিজের ভালবাসাকে মূল্যায়ন করার দিন। আমরা কখনোই মনে করি নিজের ভালবাসা মূল্যায়িত করি না। তাই অন্তত এই দিনটাতে নিজের ভালবাসার মূল্যায়ন করা উচিত। আসলে আমার ভালবাসাটা কি নেওয়ার নাকি দেওয়ার। শুধু ভালবাসা দিবস পালন করলেই হবে না, সেই সাথে নতুনত্ব খুঁজতে হবে। খুঁজতে হবে ভালবাসার প্রকৃত রূপ এবং মাধুর্য। ভালবাসা প্রাতিষ্ঠানিক নয় যে একটা বার্তা দিয়ে চুকে গেল। ভালবাসায় থাকতে হবে আকুতি, নির্ভরতা, বিশ্বাস এবং আকর্ষণ। আর ভালবাসা দিবসে তা একটু বেশিই না হোক।

ভালবাসতে ধনী, সুন্দর-সুন্দরী, ডক্টরেট ডিগ্রীধারী হবার প্রয়োজন নেই। ভালবাসতে একটা মন লাগে, আর তা সুন্দর নিষ্কন্টক একটা মন! সাথে প্রয়োজন নির্ভরতা, বিশ্বাস, আস্থা এবং আকর্ষণ। তা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং বিশেষে বিশেষে। একটি সত্যিকার ভালবাসা, গড়ে দিতে পারে একটি স্বর্গীয় উদ্যান। তাই ভালবাসা হোক স্বর্গীয় এক আকর্ষণ॥


## কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট

ছয় মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

### ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত **"মোবাইল টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রজেক্ট (MTTP)** এর ৬ মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন ট্রেডে আগামী এপ্রিল ২০২৩ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের জরুরী ভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা

**(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ৫ম শ্রেণি হতে এসএসসি (খ) বয়সসীমা: পুরুষ: ১৬-২২ বছর, মহিলা: ১৬ হতে ৩৫ বছর (বিধবা/ তালাক প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), (গ) বৈবাহিক অবস্থা: বিবাহিত/ অবিবাহিত (ঘ) পারিবারিক অবস্থা: অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব মহিলা (ঙ) অগ্রাধিকার: কারিতাস সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য, আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলেমেয়ে।

২। **বাছাই পদ্ধতি:** লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

৩। **প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য**

| | |
|---|---|
| যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় | (ক) অটো মেকানিক, (খ) ইলেকট্রিক হাউজ ওয়্যারিং এন্ড মটর রিওয়্যান্ডিং (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড স্টীল ফেব্রিকেশন (ঘ) ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ঙ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশন (চ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাসট্রিয়াল সুইং (ছ) টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারী (জ) পোল্ট্রি রেয়ারিং এন্ড কাউ ফ্যাটেনিং (ঝ) বিউটিফিকেশন |
| **কোর্সের মেয়াদ:** ৩ মাস ও ৬ মাস, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, আবাসন সম্পর্কিত: অনাবাসিক, ভর্তি ফি ১০০/- টাকা, মাসিক টিউশন ফি ৭৫/-টাকা (অঞ্চল অনুসারে তারতম্য হতে পারে)। | |

বি:দ্র: **ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড নারীদের জন্য উন্মুক্ত।**

৪। সাধারণ তথ্যাবলী ও যে সকল কাগজপত্র জমা দিতে হবে;

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত; (খ) ২ কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব/ জাতীয় পরিচয়পত্র কপি/; (ঙ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; (চ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রকেল্পের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা দেয়া হয়; ( ছ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

৫। **এলাকাভিত্তিক আবেদন করার জন্য যোগোযোগের ঠিকানা**

মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুলের ক্ষেত্রে যোগাযোগের ঠিকানা

| | | | |
|---|---|---|---|
| টেকনিক্যাল অফিসার<br>কারিতাস বরিশাল অঞ্চল<br>সাগরদি, বরিশাল -৮২০০<br>ফোন: ০১৭১৯৯০৯৪৮৬ | টেকনিক্যাল অফিসার<br>কারিতাস খুলনা অঞ্চল<br>রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা-৯১০০<br>ফোন: ০১৭১৮৪০৪৩৮২ | টেকনিক্যাল অফিসার<br>কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল<br>মহিষবাথান, রাজশাহী -৬০০০<br>ফোন : ০১৭১৬৭৪৯৬৯৪ | জুনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার (এডুকেশন)<br>কারিতাস ঢাকা অঞ্চল<br>১/সি, ১/ডি, পল্লবী, মিরপুর, সেকশন-১২, ঢাকা-১২১৬<br>ফোন :০১৭১৪৫২৪৭২২ |
| অধ্যক্ষ<br>ব্রাদার ফ্রেভিয়ান টেকনিক্যাল স্কুল<br>শাহ্ মিরপুর, কর্নফুলী চট্টগ্রাম<br>ফোন: ০১৭১৩৩৮৪১০৩ | টেকনিক্যাল অফিসার<br>কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল<br>১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড,<br>ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ ২২০০,<br>ফোন: ০১৬২৫১১৩১৭৫ | টেকনিক্যাল অফিসার<br>কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল<br>পশ্চিম শিবরামপুর, দিনাজপুর,<br>ফোন: ০১৭১২৫৬৭৩৪৪ | প্রজেক্ট, ইনচার্জ<br>কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয়<br>২, আউটার সার্কুলার রোড<br>শান্তিবাগ, ঢাকা - ১২১৭<br>ফোন: ০১৭১৬৮৩১৪১২ |

**কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান**

# ভালবাসা দিবস কথন

**সিস্টার মমতা ভুঁইয়া এসসি**

ছবি: ইন্টারনেট

১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইন ডে। এদিনকে আবার বসন্তকালও বলা হয়ে থাকে। শীতের শেষে ঘরে ঘরে বয়ে চলে ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ করার প্রস্তুতি। বাংলার মানুষের মাঝে প্রকৃতির আহ্বান যেন জীবন-যৌবনে সাড়া ফেলে। আমরা জানি ফাল্গুন হলো বসন্তের শুরু আর বসন্ত বাংলা বর্ষপঞ্জিকার শেষ ঋতু। প্রকৃতিতে নতুনত্ব আর ভাল লাগার আবেগ মেশানো বসন্তকে বলা হয় ঋতুরাজ। এ সময় প্রকৃতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গাছ-পালার সব পুরানো পাতা ঝরে যায় এবং গাছে গাছে দেখা যায় নতুন পাতার সাজ। প্রতিটি ডালে ডালে ফুলের ভিন্ন সাজ। প্রকৃতিতে সবুজের মাঝে ভালবাসার আগুন লাগার মত। এছাড়া আবহাওয়া এবং জীব ও বৈচিত্রের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। বসন্তে দক্ষিণা বাতাস বহে, পাখিরা গান গায় ও গাছে গাছে পলাশ, শিমুল ফুল ফোটে। বসন্ত মানুষের মনে এনে দেয় নব উদ্যমতা। অদ্ভুত ভাললাগায় চারিদিক আবিষ্ট করে রাখে। প্রকৃতির মত মানুষ যেন একই বন্ধনে মিশে যায়। প্রতিটি মানুষের মধ্যে জাগায় অন্য রকম অনুভূতি। কর্মব্যস্ত মানুষের মাঝে আসে চঞ্চলতা। মানুষ ভালবাসার টানে খোঁজে জীবনের আনন্দ। ভালবাসা ও ভাল লাগার বসন্ত ঋতুতে উদ্‌যাপন করা হয় বিশ্ব ভালবাসা দিবস। যেন প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসার বিনিময়।

১৪ ফেব্রুয়ারি ভালবাসা দিবস হিসেবে প্রসার লাভ করেছে। এদিনে কতজন বেরিয়ে পড়ে প্রকৃত ভালবাসার সন্ধানে, খাঁটি মনের মানুষকে খুঁজতে। বর্তমান প্রজন্ম মনে করে ভালবাসা শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আসলে ভালবাসা শব্দটির পরিধি অনেক বিশাল। ভালবাসা মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভালবাসা বলতে অনুভূতিকে বোঝায়। এটা অনুভব করার ব্যাপার। কেউ কাউকে ভালবাসলে সেটা মুখে বলাই নয় বরং আচার-আচরণ, কথা-বার্তা ইত্যাদির মাধ্যমে বোঝানো যায় বা অনুভব করা যায়। মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ের ভালবাসা নির্মল। তবে ভালবাসাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। একেক সম্পর্কের ভালবাসা একেক রকমের হয়ে থাকে। যার হৃদয়ে ভালবাসা নেই তাকে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গণ্য করা যায় না। ভালবাসা মহিয়ান। আমরা এ দিবসটি এখন নানাভাবে পালন করি। এখন পত্র-পত্রিকার পাতায় রঙিন আয়োজন, পরস্পরের প্রতি ভাব বিনিময়, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, বিভিন্ন মিডিয়ার আয়োজন দিনটিকে আনন্দ মুখর করে তুলে। ভালবাসা দিবসের শুরু কিভাবে সে সম্পর্কে আমি বিভিন্ন জনের লেখা পড়েছি। বর্তমান প্রজন্মের কাছে পুনরায় তা উল্লেখ করছি। প্রথম গল্পটি প্রচলিত আছে যে, ধর্মযাজক সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ছিলেন একজন শিশুপ্রেমিক সামাজিক ও সদালাপি মানুষ। তিনি খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী এবং রোম সম্রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন। তৎকালীন রোম সম্রাট দ্বিতীয় ক্লোডিয়াস দেব-দেবীর পূজারী ছিলেন। সম্রাট তখন ধর্মযাজক সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে দেব-দেবীর পূজা করার জন্য নির্দেশ দেন কিন্তু তিনি দেব-দেবীর পূজা করতে অস্বীকার করলে সম্রাট রাগ করে ধর্মযাজককে বন্দি করেন এবং পরবর্তীতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। সেই দিনটি ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। তখন থেকেই ভালবাসার প্রেমিক সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই দিবসটি স্মরণ করা হয়।

দ্বিতীয় গল্পটি প্রচলিত আছে এরকম যে, কারারুদ্ধ সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে তরুণ-তরুণীদের অনেকেই দেখতে আসতেন, সঙ্গে আনতেন ফুল। কারা রক্ষীর এক অন্ধমেয়েও ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে কথা বলতে আসতেন। এক সময় ভ্যালেন্টাইন তার প্রেমে পড়ে যান। ধর্মযাজক ভ্যলেন্টাইনের আধ্যাত্মিক চিকিৎসার মাধ্যমে মেয়েটি এক সময় তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। তরুণ-তরুণীদের প্রতি ধর্মযাজক ভ্যালেন্টাইনের ভালবাসার কথা জানতে পেরে সম্রাট ক্ষিপ্ত হয়ে যান। সেই সময় ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালেন্টাইনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

তৃতীয় গল্পটি এমন ছিল যে, রোম সম্রাট দ্বিতীয় ক্লোডিয়াসকে তার সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে দরকার ছিল বিশাল এক সেনাবাহিনীর। এজন্য সেনাবাহিনীতে যুবকদের যোগদানে বাধ্য করতেন। বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন তৎকালীন সম্রাট ক্লোডিয়াস। তার এ ধরনের ঘোষণায় সে দেশের যুবক-যুবতীরা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ধর্মযাজক সেন্ট ভ্যালেন্টাইনও এ নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে পারেননি। তিনি গোপনে তার গির্জায় বিয়ে পড়ানোর কাজ পালন করতে থাকেন। তখন তিনি পরিচিতি পেলেন 'ভালবাসার বন্ধু'। যখন ভ্যালেন্টাইনকে দেয়া এই উপাধিটি সম্রাট ক্লডিয়াসের কানে গেল তখন তিনি সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। ২৭০ খ্রিস্টাব্দে ১৪ ফেব্রুয়ারি সৈন্যরা ভ্যালেন্টাইনকে হাত-পা বেঁধে সম্রাটের কাছে হাজির করেন। তখন সম্রাট তাকে হত্যার আদেশ দেন। এভাবেই ভালবাসা দিবস শুরু হয়।

মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা চিরন্তন। ফলে এই ভালবাসা থেকেই ভালবাসা দিবসের উৎপত্তি। ভালবাসা মানুষের হৃদয়ে, অন্তরে, চিত্তে, মননে বিরাজ করে। হৃদয় থেকে হৃদয়ে ভালবাসার জন্ম হয়। এই ভালবাসা সর্বজনীন। ভালবাসা সব মানুষের মধ্যে কম-বেশী বিরাজ করে। এর বহিঃপ্রকাশ একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম। ভালবাসা নির্ভর করে মানুষের চিন্তা-চেতনার আবেগ-অনুভূতির ওপর। একজন মানুষের সঙ্গে আরেক জন মানুষের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতির মিল না হলে সেখানে ভালবাসার সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয় না। সম্পর্ককে সঠিকভাবে লালন করার ওপর ভালবাসার স্থায়িত্ব নিহিত। ভালবাসার সম্পর্ককে সম্মান করতে হবে। যে কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায় সম্মানবোধ প্রয়োজন। সম্পর্ককে সম্মান দিতে হবে, মর্যাদা দিতে হবে। সে যে সম্পর্কের ভালবাসাই হোক না কেন। ভালবাসার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সম্মানের সঙ্গে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ অনেকাংশে ভূমিকা রাখে। সবাইকে ভালবাসায় দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে। ভালবাসার পরিধি বৃহত্তর। এ বৃহত্তর পরিধি থেকে আসুন আমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে পরস্পরকে ভালবাসি। সবাই মিলে এ ভালবাসা দিবসে মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ভালবাসি অন্তর দিয়ে। ভালবাসা বিরাজ করুক সবার অন্তরে, হৃদয়ে, সকল ক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে॥

# রোগীর সাথে যত্নের সাথে

## সিস্টার সুবর্ণা কোড়াইয়া

ছবি: লেখিকা

জীবনে অসুস্থতা কোন পাপ নয় বরং তা জীবনেরই একটি অংশ। মনে রাখতে হবে, আমাদের সামর্থ থাকা সত্বেও যদি অসুস্থ মানুষের জন্য কিছু না করি তবে তা কখনো ইতিবাচক হবে না। দিনে দিনে মানুষ যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে তখন কেউ কেউ বেড়িয়ে পড়েন মনে-প্রাণে মানুষের পাশে দাঁড়াতে। তাদের মধ্যে এমনি একজন ব্যক্তি হলেন "রাজশাহীর মাদার তেরেজা" খ্যাত মাদার সিলভিয়া গালিনা এসসি। তিনি সর্বদা রোগীদের নিয়ে ভেবেছেন এবং তাদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছেন। তার এই মহৎ প্রয়াসের ফসল আজকের এই ডিঙ্গাডোবা রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র।

**ডিঙ্গাডোবা আশ্রয়কেন্দ্র**

'ডিঙ্গাডোবা হাসপাতাল' নামে অনেকে চিনে থাকলেও এটি মূলত রোগীদের আশ্রয়কেন্দ্র যা রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রালের পাশে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৩ নং ওয়ার্ডে অন্তভুক্ত। সাধারণত রোগীদের এখানে আশ্রয় দিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখানো হয়। মাদার সিলভিয়া হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাসপাতালে রোগী দেখাতেন। প্রতিষ্ঠান শুরু থেকে এলাকাতে ও হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার, নার্স ও ষ্টাফসহ সবাই এক নামেই চিনতেন মাদার সিলভিয়াকে। প্রাণপ্রিয় মাদার সিলভিয়া গালিনা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে কাজ করতে আসেন। আন্ধারকোঠা এলাকায় অনেক গরীব লোক ছিল। তাদের পক্ষে হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব হতো না। যার ফলে শহরেই একটি রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপনের স্বপ্ন দেখেন তিনি। তৎকালীন রাজশাহী কারিতাসের ডাইরেক্টর ছিলেন প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ফাদার ফাউষ্টিনো চেসকাতো পিমে। একদিন মাদার সিলভিয়া ফাদার ফাউষ্টিনো চেসকাতোর সঙ্গে দুপুরে খাবার টেবিলে তার স্বপ্নের কথা সহভাগিতা করেন। এ স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে দুজনই চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন কোথায় জায়গা কিনলে ভালো হবে। তাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, হাসপাতালের কাছাকাছি কোন স্থান পেলে ভালো হয়। অবশেষে ফাদার চেসকাতোর সহায়তায় এবং ফাদার যাকোমেলী পিমে এর বিশেষ অনুদানে ডিঙ্গাডোবায় কিছু জমি ক্রয় করা হয়। সে জমিতে ফাদার চেসকাতো কারিতাসের সহযোগিতায় মাদার সিলভিয়ার জন্য ছোট দুটি টিনের ঘর তৈরি করেন। ঘর প্রস্তুত হওয়ার পর ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি মাদার সিলভিয়া গালিনা এসসি এবং সিস্টার মারীয়া গ্রাসিয়া বাসানো এসসি ডিঙ্গাডোবায় থাকতে শুরু করেন ও রোগীদের সেবা আরম্ভ করেন। রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্রটি আট বছর রাজশাহী কারিতাসের অধীনে ছিল। আশ্রয় কেন্দ্রের প্রথম ডাইরেক্টর ছিলেন ফাদার ফাউষ্টিনো চেসকাতো পিমে। এরপর ডাইরেক্টর ছিলেন ফাদার জাংকি পিমে। আর তখনই এটি কারিতাস প্রজেক্ট থেকে স্থানান্তরিত করে ডায়োসিসের প্রজেক্টে আনা হয়। এখন পর্যন্ত ডায়োসিসের প্রজেক্ট হিসেবে পরিচিত। এরপর ধারাবাহিক ভাবে ফাদার পিয়েরো পারোলী পিমে, ফাদার ফ্রান্সেসকো রাপাচলী পিমে, ফাদার ফ্রাংকো কেন্নাসো পিমে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তিতে পিমে ফাদারগণ এই আশ্রয় কেন্দ্রটির পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তর করেন সিস্টারস অব চ্যারিটি (মারীয়া বাম্বিনা নামে পরিচিত) সিস্টারদের হাতে। বর্তমানে আশ্রয় কেন্দ্রের ডাইরেক্টর হলেন সিস্টার সান্দ্রা যোসেফ এসসি।

**স্বাস্থ্য সেবায় ডিঙ্গাডোবা আশ্রয় কেন্দ্র**

বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে বিভিন্ন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত এবং সিস্টারদের চিঠির মাধ্যমে ডিঙ্গাডোবা আশ্রয় কেন্দ্রে রোগীরা আসে। নিয়ম অনুসারে রেজিস্টারে নাম তালিকা ভুক্ত করা হয়। তারপর দায়িত্বপ্রাপ্ত সিস্টার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বর্হিবিভাগের রোগীর রোগ অনুসারে ডাক্তার দেখানো এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সেন্টারে ২টি শাখা রয়েছে। (১) জেনারেল শাখা ও (২) টিবি শাখা (এখানে টিবি, রোগীর থাকা খাওয়া ও টিবি ঔষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হয়, রোগীর ধরণ অনুযায়ী রোগীরা কয়েকমাস অবস্থান করতে পারে)। রোগীদের সেবা প্রদানের সুবিধার্থে সিস্টারগণ মেডিকেলে ডাক্তার, নার্স ও ওয়ার্ড হেলপারদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। পাপস্বীকার ও রোগীলেপন সংস্কার ব্যবস্থার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক যত্ন প্রদান, মাসে একবার সকল স্টাফদের জন্য ধর্মশিক্ষা দেওয়া, খ্রিস্টান রোগীদের জন্য পবিত্র খ্রিস্টযাগের ব্যবস্থা, ১১ ফেব্রুয়ারি মহাসমারোহে বিশ্বরোগী দিবস পালন, যে সব যুবক-যুবতীরা নার্সিং করতে আগ্রহী তারা এখানে এসে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

বর্তমান বাস্তবতায় আশ্রয় কেন্দ্রটি খুবই চ্যালেঞ্জের মুখে। কারণ বৈশ্বিক অস্থিরতা, প্রতিটি জিনিসপত্রের দাম উর্ধ্বগতি। তারপরেও স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনায় যা কিছু করণীয় তা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেই করে যাচ্ছে।

**সেবা কাজে প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে**

ডিঙ্গাডোবা আশ্রয় কেন্দ্রে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। অনেক সময় মরণাপন্ন বা খারাপ রোগী রেখে আত্মীয়-স্বজন পালিয়ে যায়, রোগীর কোন খোঁজ-খবর রাখেনা। রোগীরা বিস্তারিত জানার পরেও মেডিকেলে দালালদের হাতে পরে বেশী খরচে বিভিন্ন ডায়োগনোষ্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকে। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে কমিউনিটি ক্লিনিক হওয়াতে সেভাবে রোগী আসেনা। বিদেশী সাহায্য সহযোগীতা কমে আসায় সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে হিমশিম খেতে হয়।

**ডিঙ্গাডোবা আশ্রয় কেন্দ্রে খ্রিস্টের ভালোবাসা সহভাগিতা**

প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেকজন সিস্টার, স্বাস্থ্যকর্মী, সেবাকর্মী কথায়, কাজে, আচার ব্যবহারে জীবন আদর্শ দিয়ে একেকজন যিশুর বাণীতে রুপান্তরিত হয়। এখানে সিস্টারস, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী তার সমস্ত সত্তা ও হৃদয়-মন দিয়ে রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে থাকে এবং অতি সহজে রোগীদের আপনজন হয়ে ওঠে। রোগীদের মাঝেই যেন তারা ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করে থাকে।

**সাক্ষাৎকার**

**ইয়াসমিন আক্তার ইলা, নাটোর, রাজশাহী**

ডিঙ্গাডোবায় অনেক সুন্দর সেবা পেয়েছি। আল্লাহর রহমতে আমার বাবা মা এবং আমি নিজেই সিস্টারদের ও দাদা-দিদিদের সেবা যত্নে পরিবারের সবাই সুস্থ হয়েছি। এতো সুন্দর খেয়াল করে যে, সময় অনুসারে ঔষুধ দেওয়া ও ড্রেসিং করে থাকেন। এখানকার পরিবেশ বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। মেডিকেলে কোথায় কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, কোথায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় তা সবই দাদাগণই ব্যবস্থা করেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে ও সেন্টারের সকলের প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব।

**রিপন দাস, খুলনা**

ডিঙ্গাডোবা রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্রে এসে যে সেবা যত্ন পেয়েছি, তা যতদিন বেঁচে থাকব কোনদিনও ভুলতে পারবনা। এখানকার একনিষ্ঠ সেবা যত্নে কঠিন অসুখ ক্যান্স্যার থেকে সুস্থ হয়েছি। এখানকার পরিবেশ অনেক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। সিস্টার ও স্টাফদের অমায়িক ব্যবহারে যেকোন রোগী মুগ্ধ হয়। যেকোন সময় রোগীদের সাথে দেখা করে খোঁজ নিয়ে থাকে।

**কাঞ্চন পালমা, জোনাইল, নাটোর**

বর্তমান যুগে এতো নিরাপত্তার জায়গা রাজশাহী শহরে চিকিৎসার জন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। গরীব হিসেবে অল্প খরচে নিরাপদে থাকা যায়। এখানকার সিস্টারগণ ও স্টাফগণের অমায়িক, সুন্দর আচার ব্যবহার, সাহায্য সহযোগিতা খুবই সুন্দর। যা আমাদের মন ভরে যায়। ডিঙ্গাডোবা চত্বরের মনোরম পরিবেশ আকর্ষণীয়। যখন আমি আমার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম তখন এই আশ্রয় কেন্দ্র আমাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদে নতুন জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে।

কালের প্রবাহে যতযুগ পরিবর্তন হোক না কেন এই পৃথিবীতে কষ্ট ভোগী, অসুস্থ, দরিদ্র, অসহায় মানুষ থাকবেই সেক্ষেত্রে যিশুর সেবা কার্যক্রম চলতেই থাকবে আবহমান কাল ধরে। এক্ষেত্রে আমরা মানুষেরাই হলাম ঈশ্বরের প্রতিছবি, সেবাকাজের পবিত্র হাত॥

# ভক্তের অন্তরে সাধু আন্তনী বিশ্বাসে-সম্প্রীতিতে পানজোরা তীর্থভূমি

সুনীল পেরেরা ও শুভ পাস্কাল পেরেরা

ছবি: রিপন টলেন্টিনু

সারা বিশ্বেই তীর্থস্থান হলো অতীব জনপ্রিয় একটি স্থান। ভক্তরা তাদের মানতদানে, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সাহায্য সহযোগিতা কামনা, রোগ মুক্তির আবেদন, হারানো জিনিস প্রাপ্তির আবেদন নিয়ে হাজির হয়। কোন কোন স্থানে অনেক লৌকিক বিশ্বাস এত বেশি প্রবল যে, প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার ভক্ত সেখানে আসে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ তীর্থস্থানগুলো বিশেষ অলৌকিক কাজ বা অসাধারণ ঘটনাবলী দিয়ে শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় ও জনপ্রিয় তীর্থস্থান পানজোরার সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান। সাধু আন্তনী ও স্থানটি নিয়ে অনেক লৌকিক বিশ্বাস রয়েছে।

পাদুয়ার সাধু আন্তনী সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য জানা গেছে তা বেশির ভাগই জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে। তবে তার জীবনের কিছু কিছু ঘটনা প্রমাণ সিদ্ধ। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই মহান সাধুর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের অগনিত মানুষ মুগ্ধচিত্তে তার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করেন। কারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। তার জীবন ছিল অত্যন্ত সৎ ও পবিত্র। সাধু আন্তনীর বিনীত সরল অমায়িক পবিত্র জীবনাদর্শ অনুসরণ করে যিশুর বিনীত, সরল, পবিত্র জীবনাদর্শে অনুসরণ করা যায়।

### খ্রিস্টপ্রেমিক সাধু আন্তনী

সাধু আন্তনী ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট পর্তুগালের লিসবন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মা ছিলেন ভিসেন্তে মার্টিন ও তেরেজা পায়িজ তাভেইরা। সাধু আন্তনী ছিলেন ফ্রান্সিসকান সংঘের একজন যাজক। ইতালির পাদুয়ায় বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন বলে তিনি পাদুয়ার সাধু আন্তনী নামেই সর্বাধিক পরিচিত। প্রার্থনা, মানত করে বহু লোক ফল লাভ করছে। তাঁর অলৌকিক কাজ, যিশুর প্রতি তাঁর ভক্তি ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, নম্রতা, ভক্তদের প্রতি কোমল প্রাণ তাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে। সাধু আন্তনীর জিহ্বা যা সব সময় প্রভুর মহিমা ঘোষণা করেছে আজও তা অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। আজ সাধু আন্তনী সত্যিই একজন সর্বজনীন সাধু। সারা পৃথিবীর সব ধর্মের লোকদের দ্বারা সম্মানীত। বিশেষভাবে হারানো মেষদের প্রতিপালক হলেন তিনি। সারা জীবন তিনি মানুষকে হারিয়ে যাওয়া জিনিস পাইয়ে দিয়েছেন, কাউকে স্বাস্থ্য, কাউকে আশা, কাউকে গুণ আবার অনেককে তাদের বিশ্বাস। শিশু যিশুর প্রতি সাধু আন্তনীর বিশেষ ভালবাসা ছিল বলে তার পুরস্কার স্বরূপ শিশুযিশু তার সাথে দেখা করতেন ও আলাপ করতেন।

তিনি ১২৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন মৃত্যুবরণ করেন। জীবিতকালে তিনি অনেক আশ্চর্য কাজ করে যে সুনাম কুড়িয়েছেন মৃত্যুর পর তা দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। তার জীবন এতই আধ্যাত্মিক ছিল যে, তাকে সাধু বলে ঘোষণা করতে এক বৎসর সময়ও লাগেনি। ১২৩২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে পোপ গ্রেগরী পাদুয়ার আন্তনীকে সাধু বলে ঘোষণা করেন।

### পাদুয়া থেকে পানজোরায় সাধু আন্তনী

পাদুয়ার মহান সাধু আন্তনী নামটি সারা বিশ্বের খ্রিস্টভক্তসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছেও বহুল পরিচিত। মানুষ মনের ভক্তি ভরে তাঁর নাম স্মরণ করে ও তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের নিকট নিজের চাওয়া-পাওয়া গুলো তুলে ধরে। ইতিহাস মণ্ডিত নাগরী ধর্মপল্লীর পানজোরা তীর্থস্থান ধর্মপল্লীকে করেছে মাহিমান্বিত ও বিখ্যাত। সাধু আন্তনীর প্রতি মানুষের গভীর বিশ্বাস ও ভক্তির রেশ ধরেই দিনে দিনে পানজোরা যেন হয়ে যাচ্ছে বাংলার পাদুয়া শহর। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে যে কয়েটি তীর্থস্থান রয়েছে তার মধ্যে নাগরী ধর্মপল্লীর পানজোরা হলো অন্যতম একটি তীর্থ স্থান। পানজোরাতে এই মহান সাধু আন্তনীর নামে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ মিশনারীগণ একটি গির্জা স্থাপন করেছিলেন। সেই থেকে প্রথমে ভাওয়াল অঞ্চলে এবং পরে আস্তে আস্তে দেশের বহু স্থানে খ্রিস্টভক্তদের মাঝে সাধু আন্তনীর এ তীর্থস্থানের কথা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের বিশ্বাস, এই সাধুর কাছে কিছু যাচ্না করলে তিনি ফিরিয়ে দেন না। প্রতি বছর হাজারো খ্রিস্টভক্ত ও অন্যান্য ধর্মের অনেক মানুষ অপেক্ষা করে থাকে এই পানজোরাতে সাধু আন্তনীর তীর্থের জন্য। অনেকের মানত পূরণ হবার জন্য আবার অনেকের নতুন মানত করার জন্য। এটি আসলেই অবাক করার মত বিষয় যে অন্য ধর্মের মানুষেরও সাধু আন্তনীর প্রতি গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস রয়েছে যা তাদের উপস্থিতিই বলে দেয়।

হারানো দ্রব্য ফিরে পাওয়া, সুস্থতার জন্য প্রার্থনা, ভালো থাকার জন্য প্রার্থনা আরও

বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশে মানুষ তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। সাধু আন্তনীকে হারানো দ্রব্য ফিরিয়ে দেবার সাধু বলা হয়ে থাকে। সর্বোপরি তিনি সকল মানুষের নিকট অনেক জনপ্রিয় মহা সাধক। আর তাঁর প্রতি মানুষের এই ভক্তি বিশ্বাসের জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় সাধু আন্তনীর তীর্থ বা পার্বণ উদ্‌যাপন করা হয়।

**আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি স্বরূপ ৯ দিনের নভেনা**

অন্যান্য বারের মত এবারও সাধু আন্তনীর তীর্থকে কেন্দ্র করে ৯ দিন ব্যাপী নভেনার মাধ্যমে আন্তনীর ভক্তগণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই নয় দিন ভিন্ন ভিন্ন মূলভাবকে কেন্দ্র করে ৯ জন পুরোহিত ধ্যান, প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। ৯দিন ব্যাপী সকাল ও বিকালে নভেনার খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে অগণিত মানুষ দূরদুরান্ত থেকে আসে সাধু আন্তনীর নভেনায় যোগদান করতে। তাদের প্রার্থনা সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় যিশুর নিকট তুলে ধরতে।

**পর্বীয় পবিত্র খ্রিস্টযাগ**

২০২০ খ্রিস্টাব্দের পর করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বন্ধ থাকলেও ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ছোট পরিসরে এই পার্বণ পালন করা হয়। তবে এ বছর ৯দিনের নভেনার পর গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার পানজোরাতে পাদুয়ার মহান সাধক সাধু আন্তনীর পার্বণ বৃহৎ পরিসরে উদ্‌যাপন করা হয়। এ উৎসবে বরাবরের মত দুটি খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম খ্রিস্টযাগ সকাল ৬:৩০ মিনিটে এবং ২য় খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয় সকাল ১০টায়। যেহেতু ২ বছর পর বড় পরিসরে আবার এই পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়েছে তাই সকলেরই জানা ছিল যে এবার অন্যান্য বারের তুলনায় অধিক মানুষ অংশগ্রহণ করবে আর হয়েছিলোও তাই। দুই খ্রিস্টযাগেই অনেক দূর দুরান্ত থেকে প্রচুর পরিমাণে আন্তনীভক্ত অংশগ্রহণ করে। আনুমানিক ৪৫ হাজার আন্তনী ভক্তদের মিলন মেলার মধ্যদিয়ে বারের পার্বন উদ্‌যাপন করা হয়।

পর্ব দিনের ১ম ও ২য় খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশপ থিয়োটোনিয়াস গমেজ সিএসসি (অবসরপ্রাপ্ত), ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ, ফাদার আবেল বি রোজারিও, সহ আরও অনেক ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণ। প্রথম খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তিনি তার উপদেশে বলেন, "আমরা যদি জাগতে সব কিছু পাওয়ার জন্য নিজের আত্মাকে হারাই তাহলে আমাদের জীবনের কোন মূল্য থাকে না। সাধু আন্তনী ছিলেন মানব প্রেমী তিনি সকল মানুষকে একইরকম ভাবে ভালোবেসেছেন ও সেবা দিয়েছেন। তিনি নিজেকে সবার নিকট বিলিয়ে দিয়েছেন। "সাধু আন্তনী আমাদের মধ্যে একটি মিলন বন্ধন স্থাপন করেছেন। তার জন্যই আমরা এই তীর্থে আসি। আমরা তো অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলছি, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের সম্পর্ক আমাদের নৈতিকতা, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ, বিবাহিত জীবনের বিশ্বস্ততা। আমাদের সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করতে হবে আমরা যেন আমাদের সমাজ না হারাই, আমাদের উদারতা না হারাই। এর বিপরীতে আমরা যেন আমাদের মন্দতা দূর করি। আমরা যেন সাধু আন্তনীর জীবনাদর্শ ও তার শিক্ষানুসারে পথ চলি। তাহলে আমাদের জীবনে তার আশীর্বাদ বর্ষিত হবে। পরনিন্দা, পরচর্চাও যেন আমরা বাদ দিই। অন্যের খারাপ চিন্তা না করে যেন আমরা সকলের মঙ্গল কামনা করি।"

দুটি খ্রিস্টযাগেই দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আন্তনীভক্তগণ আসে তার অনুগ্রহ লাভ করতে ও তাদের মানত করতে। শুধু যে খ্রিস্টভক্তরাই এসেছিল তা নয়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও এসেছিল তাদের মানত সাধু আন্তনীর নিকট তুলে ধরতে। এতে করেই বুঝা যায় যে সাধু আন্তনী সকলের কাছে কতটা জনপ্রিয়, কতটা বিশ্বাস যোগ্য মানুষের নিকট। মানুষ তার কাছ থেকে অনেক কিছু পায় বলেই যে শুধু তার কাছে আসে তা নয়। সাধু আন্তনীর প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসাও ভক্তদের পানজোরাতে নিয়ে আসে।

## সাধু আন্তনীর তীর্থে অংশগ্রহণ করতে পেরে তার ভক্তগণ অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে কৃতজ্ঞ অন্তরে অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন,

**নিকোলাস ঘরামী, সেমিনারীয়ান**

আজ সাধু আন্তনীর এই পবিত্র তীর্থ উৎসবে আসতে পেরে নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করছি। পুরো পরিবেশটাই আমার কাছে আধ্যাত্মিকময় মনে হয়েছে এবং একই সাথে হাজারো মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ঈশ্বরভীতি সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার মনে হয়েছিল এটি ছিল হাজারো আত্মার শুদ্ধতার যাত্রাপথে অগ্রসর হওয়া ও আত্মিক খাদ্য লাভের এক সুন্দর পরিবেশ। সর্বোপরি প্রার্থনা করি, সবাই যেন সাধু আন্তনীর আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে নিজেদের আত্মার পরিশুদ্ধির কথাই চিন্তা করে।

**জ্যাকলিন কস্তা, কালিগঞ্জ**

প্রথমে সাধু আন্তনীর মাধ্যমে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। করোনা মহামারির কারণে আমরা বিগত বছরগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। ঈশ্বরের মহান কৃপায় এই বছর আমরা সবাই মিলে খুব সুন্দর ভাবে ৯ দিনের নভেনা সহ পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে সুযোগ পেয়েছি। প্রত্যাশা রাখি আগামী দিনগুলোতে সবাই যেন সুস্থ থেকে এভাবেই অংশগ্রহণ করতে পারি এবং ঈশ্বরের নামের মহিমা কীর্তন করতে পারি।

**প্রিন্স রিছিল, সিলেট**

আমি সপরিবারে এ তীর্থে এসেছি দুই বৎসর পর সাধু আন্তনীর তীর্থ ভূমিতে আসতে পেরে আমরা সবাই অনেক আনন্দিত। আমরা যদিও কোন নভেনায় যোগদান করতে পারিনি কিন্তু পর্বীয় খ্রিস্টযাগে যোগদান করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। সাধু আন্তনীর প্রতি আমার এবং আমার পরিবারের সবার দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি রয়েছে। আমার সাধু আন্তনীর কাছে একটাই প্রার্থনা আমরা যেন সবাই ভালো ভাবে জীবন-যাপন করতে পারি। আর সাধু আন্তনীকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এবারের তীর্থে যোগদানের সুযোগ করে দেবার জন্য।

**সুকমল দাস, ভূরুলিয়া**

আমি সাধু আনন্তীর পর্ব পালন করতে পানজোরাতে প্রতি বছরই আসি। ছোট বেলা থেকেই আমি সাধু আন্তনীর ভক্ত। আমি আন্তনীর কাছে মানত করে কখনো খালি হাতে ফিরিনি। তাই যত ব্যস্ততাই থাক না কেন আমি প্রতি বছর এখানে ছুটে আসি।

**পারবতী রাণী দাস, নরসিংদী**

আমার ছোট মেয়ের এখনো কোন সন্তান হয়নি। আমি সাধু আন্তনীর কাছে মানত করতে এখানে এসেছি যেন একটি ছেলে সন্তান হয়। আমি কারো কথায় নয় বরং নিজে বিশ্বাস করেই এখানে এসেছি।

**আরতী রাণী দাস, ভুরুলিয়া**

সাধু আন্তনীর প্রতি আমার ভক্তি, বিশ্বাস রয়েছে, তাই আমি প্রতি বছরের মত এ বছরও এখানে এসেছি। সাধু আন্তনীর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। তাই আমার সাথে সাথে আমার সন্তানগণও সাধু আন্তনীর ভক্ত হয়ে ওঠেছে।

**অসীম, রাজশাহী**

আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম। ভেবেছিলাম বিয়ের পরই একটা সন্তান নিবো। কিন্তু বছর শেষে কোন সুখের সংবাদ না পেয়ে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তারের মতে আমাদের দু'জনের কোন সমস্যা ছিলনা। সমস্যা না থাকলেও সন্তানের মুখ দেখতে পারিনি। ২য় বছর সাধু আন্তনীর পর্বে গিয়ে মানত করেছি একটি সন্তানের জন্য। সেই সাথে মনে মনে বললাম আমি যদি কোন সুখের সংবাদ পাই তবে আমার সাধ্যমত তার চরণে আমার নিবেদন অর্পণ করবো। ৩য় বছরে ছয় মাস যাওয়ার পরই আমার স্ত্রীর কাছ থেকে সুসংবাদ পেলাম। আমি প্রতিদিন মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি সাধু আন্তনীর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে থেকে আমার প্রাপ্তফল লাভ করেছি।

**দৃষ্টি রাখার মত কিছু বিষয়**

এবার যেহেতু অনেক দিন পর এই পর্ব পালন করা হয় তাই মানুষের সংখ্যাও অনেক বেশি ছিল। সেই চিন্তা করেই কর্তৃপক্ষ অন্যবারের তুলনায় সবকিছুর আয়োজন একটু ব্যাপক ভাবে করে। এবার পর্বের দিন মানুষের আসতে যেন বেশি অসুবিধা না হয় তার জন্য তীর্থ স্থান থেকে মোটামুটি একটু দূরে সকল গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা করে। এতে করে রাস্তার জ্যাম জট অনেকটা হালকা হয়। শুধু বয়স্ক ও রোগী যারা তাদের জন্য আলাদা গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল চত্বর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য।

সাধু আন্তনীর চত্বরে প্রবেশ পথ ছিল তিনটি। এতে করে মানুষের ভিতরে আসা ও বের হওয়ার সুযোগ সুবিধা বেশি ছিল। তীর্থস্থানের পরিধি আরও বৃদ্ধি করা হয়। পর্বের দিন মানুষ যেন খ্রিস্টযাগে ভালোমত অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য সাউন্ড সিস্টেমের সর্বোচ্চ ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু যেকোনো কারণ বসত পিছনে সাউন্ড সিস্টেমের কার্যকারিতা তেমন ভালো ছিল না। সামনে থেকে উপদেশ ভালো ভাবে শুনতে পেলেও যারা পিছনে ছিল তাদের জন্য একটু সমস্যা হচ্ছিল। আশা রাখি পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ বিশেষ নজরে রাখবেন। একটু আর বিভিন্ন স্থানে বড় স্ক্রিন দেওয়া হয় যাতে করে বিশ্বাসীগণ সক্রিয়ভাবে উপাসনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তা ছাড়া ভক্তরা যেন সাধু আন্তনীর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য বিভিন্ন স্থানে সাধু আন্তনীর মূর্তিও রাখা হয়। মানুষের কোন শারিরীক সমস্যা হলে যেন সাথে সাথে ব্যবস্থা নেওয়া যার তার জন্য তৈরি করা হয়েছিল মেডিকেল বুথ। উপাসনায় গান প্রাণময়তা আনে। খ্রিস্টযাগের গানে যখন সবার সক্রিয় অংশ গ্রহণ থাকে তখন তা হয়ে ওঠে আরো শ্রুতি মধুর ও মনোমুগ্ধকর। এবার যদিও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই ভালো ছিল তবুও অনেকের মোবাইল এবং অন্যান্য দামি জিনিসও হারানো গেছে একটি চক্রের দ্বারা। তাই তীর্থে আগত সকল ভক্তদের অনুরোধ তারা যেন সবাই সচেতনতা ও সাবধানতা বজায় রাখে এবং নিজেদের জিনিসপত্র ভালো মতো রাখে।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগে সহযোগিতা করার জন্য প্রতিটি গ্রাম থেকে ১০ জন করে স্বেচ্ছাসেবক নেওয়া হয় যারা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করে। গির্জায় অনুদান তোলার ক্ষেত্রে এবং গির্জার শেষে বিভিন্ন গেটে বিস্কিট বিতরণের সময় তারা সার্বিকভাবে সাহায্য করে। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কিছু কামিটিও গঠন করে যারা বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে পর্বদিনকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলে। যেহেতু উক্ত দিনে অনেক মানুষের মিলনমেলায় পূর্ণ ছিল তীর্থস্থানটি তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কঠোর ভাবে নেওয়া হয়েছিল। চত্বরের বিভিন্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল, যাতে করে কোন দূর্ঘটনা না ঘটে।

এবারের তীর্থে দেশের অনেক জেলা থেকে খ্রিস্টভক্ত খ্রিস্টযাগে যোগদান করেন। তাদের জন্য কর্তৃপক্ষ খাবরের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রাম থেকেও অতিথিদের খাবারের ব্যবস্থা করে মিশনে পাঠানো হয়। আরও দেখা গেছে আশেপাশের গ্রামগুলোতে যে সংগঠন গুলো আছে তাদের মধ্যেও কিছু কিছু সংগঠন অতিথিদের আপ্যায়নের ও খাবারে, সুব্যবস্থা করেছিল।

এরইসাথে প্রত্যেকটি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই অতিথিদের আপ্যায়নের সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। মানত কমিটির বক্তব্য অনুসারে জানা গেছে, এ বছর অন্যান্য বছরের তুলনায় অধিক পরিমাণে দান ও মানত সংগ্রহ করা হয়েছে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষও আসে তাদের মানত নিয়ে ও তাদের দান দিতে। কর্তৃপক্ষের মতে, অন্য বারের তুলনায় এবার পর্বকর্তার সংখ্যা বেশী ছিল।

আন্তনী ভক্তদের দাবি বা প্রত্যাশা পানজোরাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে তীর্থস্থান হিসেবে ঘোষণা করা হোক। এখানে স্থায়ী আবাসনের এবং খাওয়া-দাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হোক, যাতে দূরদূরান্ত থেকে তীর্থ করতে আসা ভক্তগণ এখানে অবস্থান করে নয় দিনের নভেনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। তাছাড়া স্থানের পরিধির বৃদ্ধি অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। যে হারে ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবারের অবস্থা দেখেই বোঝা যায়। ভক্তের আবেগ অনুভূতি, বিশ্বাস জড়িত পানজোরার চ্যাপেলটি যদি আরও বড় এবং উন্মুক্ত ও আকর্ষণীয় করা যেতো তবে আরও বেশি সংখ্যক ভক্তের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতো। সাধু আন্তনী ও স্থানটি নিয়ে অনেক লৌকিক বিশ্বাস রয়েছে। এগুলো পুস্তকাকারে সংরক্ষণ করা, ভক্তদের মাঝে বিতরণ করা হলে স্থানটি এবং এই সাধুর প্রতি জনগণের ভক্তি-বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেতো এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভক্তগণ এখানে আসার অনুপ্রেরণা পেতেন। অবশ্য কাজগুলো ক্রমান্বয়ে করা হচ্ছে। বাকিগুলোর আগামীতে হবে এই প্রত্যাশা রাখি। পানজোরা বিশ্বতীর্থস্থান হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা রাখি সাধু আন্তনীর চরণতলে।

# অব্যক্ত ভালোবাসা

**ফাল্গুনী কস্তা**

ছবি: ইন্টারনেট

অনন্যার মুখ থেকে সারাক্ষণ ওর প্রবাসী দূরসম্পর্কের ভাইয়ের গল্প শুনতে শুনতে ডালিয়ার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। কয়েকটি ছবিও দেখিয়েছিল ওর ভাইয়ের। তারপর একদিন হঠাৎ হোস্টেল ইনচার্জ খবর পাঠিয়েছেন, অনন্যাকে নিচে যেতে, কারণ ওর গেষ্ট এসেছে। কিন্তু অনন্যা সেই সময় রুমে না থাকাতে অগত্যা ডালিয়াকেই সেই খবরটি বহন করে নিচে যেতে হলো। রুমে ঢুকেই ডালিয়া নমস্কার দিল। আর তার গেষ্টকে জানালো অনন্যা কলেজে গেছে। আমি ওর বান্ধবী, ডালিয়া। অনন্যার ভাই পলাশ বলল, কেমন আছেন?

আমি ওর ভাই পলাশ। গত সপ্তাহে দেশে এসেছি। ডালিয়া বলল, ও আচ্ছা। আমি ওকে বলব।

শুনেছিলাম পলাশ অনন্যাকে ভীষণ ভালোবাসে। কিন্তু অনন্যা ব্যাপারটি কখনোই সিরিয়াসলি নেয়নি। পলাশ প্রথম দেখাতেই ডালিয়াকে বলল, কিছু মনে করবেন না। একটা কথা বলি। সত্যিই আপনার সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা একটু কষ্টসাধ্য। কেমন যেন গভীর মায়া জড়ানো আর একনজরে দেখেই ভালো লাগার জন্ম দেয়। ফুল যেমন দেখতে সুন্দর হলেই যখন তখন তা ছিঁড়ে ফেলা যায় না, আর স্পর্শ করাও যায় না, ঠিক তেমনি। গায়ের রং কেমন যেন হলদে বর্ণের। এমন সচরাচর দেখা মেলা ভার। দেখতে খুবই সাধারণ কিন্তু অসাধারণ মূল্যবান কিছু লুকায়িত। সেদিনের মত দু'জনের বিদায় ঘন্টা বাজল। অনন্যা আসার পর ডালিয়া ওর ভাইয়ের আসার খবরটি জানালো।

পরের দিন অনন্যা বলল, চল আমার সাথে আজ পলাশ আমাদের চাইনিজ খাওয়াবে। ডালিয়া প্রথমে যেতেই চায়নি, কিন্তু অনন্যার জোড়াজুড়িতে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হলো। খাবার সার্ভ করার পর পলাশ ডালিয়ার পায়ে আস্তে করে ইচ্ছাকৃত ধাক্কা দিয়ে চোখের ইশারায় ওয়াস রুমে যেতে বলল। দুজনেই প্রায় একই সাথে ওয়াস রুমে গেল। পলাশ শুধু নিচু গলায় বলল, কাল দশটার দেখা করবো রমনা পার্কে। তারপর তারা বেশ জমিয়ে আড্ডা দিলো সারাদিন। জম্পেশ খাওয়া-দাওয়াও করলো। দু'জনেই কেমন যেন অদৃশ্য মহাকষীয় শক্তি অনুভব করল। তাই বিনা বাক্য ব্যয়ে, কথামত পরের দিন দু'জনেই নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল। আলাপচারিতায় ওদের মধ্যে ভীষণ ভাব হয়ে গেল। এ কেমন টান কেউ তা জানে না। ডালিয়ার ভরা যৌবন। কলেজে ২য় বর্ষে পড়ে। সে যেমন কল্পনা করেছিল তার সবটুকুই যেন পলাশের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। আর পলাশ সবকিছুতেই ডালিয়ার প্রসংশায় পঞ্চমুখ। কিন্তু দু'জনের দিক থেকেই ভালোবাসার কথা অনুচ্চারিতই রয়ে গেল। ওদের বয়সের পার্থক্য ছিল মাত্র দুই বছরের। আরো কয়েকটি দিন ওদের এভাবেই স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেল। একমাস পর পলাশের বিদায়ের ঘন্টা বেজে উঠলো। পলাশ তার নিজ কর্মস্থলে চলে যাবে পরবাসে। নিজ ঠিকানায়, আপন ভুবনে।

পলাশের মনের অবস্থা কি হয়েছিল ডালিয়ার তা জানা নেই। তবে ডালিয়া প্রথমে বেশ কষ্ট পেয়েছিল। বুক ফেটে কান্না আসছিল। ভালোবাসা হারিয়ে হৃদয়টা কাঁচের টুকরোর মতো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কারণ, এটাই ছিল তার বাড়ন্ত বয়সের টগবগে ভালোলাগা। তবে ভালোবাসা কিনা সে হয়তো তখনো বুঝে উঠতে পারেনি। তখন কোন মোবাইল ফোনের যুগ ছিল না। তাই পলাশ তাকে একটি ঠিকানা দিয়েছিল। সেই ঠিকানায় একটি চিঠিও লিখলো ডালিয়া। একমাস তীর্থের কাকের মত অপেক্ষার পর একটি নীল খামে চিঠি এলো। চিঠিখানি দেখেই ডালিয়া প্রথমে কয়েক সেকেণ্ড বুকে জড়িয়ে রাখলো। কারণ তার প্রিয় মানুষের স্পর্শ এখানে রয়েছে। এভাবেই প্রায় একটি বছর তাদের চিঠি আদান প্রদান চলল। কিন্তু পলাশ হঠাৎ ঠিকানা পরিবর্তন করায় আর কখনোই তাদের যোগাযোগ হয়নি। প্রথমটায় ডালিয়া বেশ ভেঙে পড়েছিল। এরপর অনেক কষ্টে ডালিয়া আবার পড়াশুনায় মনোনিবেশ করলো। কারণ সে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। হঠাৎ করে অনন্যাও যেন কোথায় হারিয়ে গেল। ওর কোন ঠিকানা বা আত্মীয়ের জানা-শুনাও নেই। ডালিয়ার পড়াশোনা শেষ। ডালিয়ার এখন সংসার হয়েছে। পলাশের সাথে পরিচয়ের পর পঁচিশ বছর কেটে গেছে। এখন ডালিয়ার সুখের সংসার, সন্তান সবই আছে। তবুও অবসর পেলেই ডালিয়ার ভীষণ মনে পড়ে পলাশের কথা। মাঝে মাঝেই সেই ভালোলাগা অনুভব করে হৃদয়ের গভীরে একান্তে, নিভৃতে। আর মনে মনে ভাবে, বড় ভালোবাসা শুধু কাছেই টানেনা, দূরেও ঠেলে দেয়। শুধু পাওয়াতে নয়, ত্যাগে আর বিরহেও একধরনের সুখ লুকিয়ে থাকে। যা একান্তই নিজস্ব।

প্রথম ভালোলাগার স্মৃতি সত্যিই ভোলা যায় না। ডালিয়া মন থেকে চায় আর একটি বার যেন তার পলাশের সাথে দেখা হয়। আজ বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। ফাল্গুনের প্রথম সিগ্ধ প্রভাতে আজ পলাশের কথা ভীষণ মনে পড়ছে। ওকে একটি বার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। আর জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে করছে, এখনো ভীষণ ভালোবাসি তোমায়। সেই যৌবনের প্রথম বসন্তের মতো॥


**সাবলেট আবশ্যক**

**মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ডে মেয়ে অথবা চাকুরিজীবি মহিলা সাবলেট ভাড়া দেয়া হবে**

**যোগাযোগ: ০১৭১৮৪৭৯৭৬৯**

বিজ্ঞ/৫৩/২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

**প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?**

# আপন মানুষ

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

*ছবি: ইন্টারনেট*

**রা**ত্রি, শরতের শিউলি ফুল শিশিরসিক্ত প্রভাতে ঝরে গেলে কেউ তাকে কুড়িয়ে নিয়ে মালা গাঁথে, কেউবা পূঁজোর থালায় রাখে, কেউবা পায়ে মাড়িয়ে যায়। তাতে শিউলির কিন্তু কিছুই যায় আসে না। শরতে শিউলির ফুল হয়ে ফোটার কথা সে ফুটেছে। প্রভাতে তার ঝরার কথা সে ঝরেছে। একটা সময় প্রতিদিন কথা হতো তোমার সাথে। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ চলতে থাকতো কথা। মাঝে মাঝে চলতো সুদীর্ঘ চ্যাটিং। তুমি গ্রামের সাধারণ মেয়ে। বেশ নির্ভেজাল প্রকৃতির। হাস্যপ্রিয়। আমি দেখেছি, তুমি হাসলে গালে টোল পড়ে। জানো, গালে টোল পড়া মেয়েদের দেখতেও দারুণ লাগে। কেমন যেন একটা মায়াময় পবিত্রতা লুকিয়ে থাকে তাদের চোখে মুখে। অনেক কথা হয়েছে তোমার ও আমার মধ্যে। প্রতিদিনকার জীবনের কথা। বাস্তব জীবনের কথা। অতীতের কথা। ফুল ও বাগানের কথা। অনাগত দিনের কথা, পরিবারের কথা, ছোট্ট মামনিদের কথা, গ্রামের কথা, প্রিয় জিনিসের কথা, স্কুল জীবনের কথা, বৃষ্টি ও বর্ষার কথা, লেখালেখির কথা, আবেগ-অনুভূতির কথা। উফ! আরো কতো যে কথা! কথা বলে যেন শেষ করা যেতো না তোমার সাথে। সত্যিই কথা বলে কখনো যেন শেষ করা যায় না। আসলে কি জানো, কথা শেষ হতে চায় না।

তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় একটা জিনিস অসম্ভব অবাক লাগতো আমার। তুমি আমার মুখে কখনো অন্য কারো প্রশংসা শুনতে পারতে না। বিশেষ করে অন্য মেয়েদের। কেন জানিনা। শৈশব থেকেই আমি মিশুক। সহজেই যে কারো সাথে মিশে যেতে পারি, কথা বলতে পারি, হাসাতে পারি। এজন্য অনেকের সাথেই আমার চমৎকার বন্ধুত্ব রয়েছে। বন্ধুত্ব এক, প্রেম আরেক। বন্ধুত্ব স্বার্থহীন। বন্ধুত্বে পাবার চেয়ে দেয়াতেই বেশি আনন্দ। প্রেম আজ না হোক কাল স্বার্থপর। চরম স্বার্থপর! যদিও কখনো কখনো বন্ধুত্বটা প্রেম অবধি গড়িয়ে থাকে। আর শেষে প্রেম থেকে পরিণয়। সেটা ভিন্ন বিষয়। যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তুমি কখনোই চাইতে না আমি তোমাকে অন্য কারো সাথে তুলনা করি। তুমি চাইতে আমার জগত জুড়ে কেবল তুমিই থাকতে। সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র প্রচণ্ড ভালোবাসলেই মেয়েরা এমন হয়ে থাকে। কেননা মন থেকে কাউকে নিজের চেয়ে আপন ভাবলে তার অবহেলা সহ্য করার ক্ষমতা কারোর-ই থাকেনা। যেমন তোমারও ছিল না। হয়তো আমারও। কারণ অভিমান সুন্দর, অবহেলা জঘন্য। অভিমান সহজেই ভুলে যাওয়া যায়। অবহেলা কখনোই ভুলা যায় না। কখনোই না।

মাঝে মাঝে আমার নিতান্ত ছোটখাটো ভুলের জন্য তুমি তুমুল তর্ক বাঁধিয়ে দিতে। তাতে আমি প্রায়শই অবাক হতাম। যা না করলেও পারতে তুমি। এরপর নিজেই অভিমান করতে। কথা বলতে না। কথা বললেও হাসতে না। কথা বললেও কেবল একশব্দে কথার উত্তর দিতে। নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতে না। কিছু জানতে চাইতে না। জানি, মেয়েরা অল্পতেই অনেক বেশি অভিমানী হয়ে যায়। তবে তুমি যখন অভিমান করতে তখন আমি মোটেও তোমাকে কখনো ভুল বুঝিনি। তুমিই তো বলেছিলে, সচরাচর মেয়েরা যার সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে চায়, কেবল তার সাথেই রাগ করে। অভিমান করে। কথা বলে না। হাসে না। আমি জানি, যখন তুমি আমার সাথে সমস্ত অভিমান দেখাও; তখন তুমি চাও যেন অন্য কোন মেয়ের সাথে আমি না মিশি। অন্য কারো সাথে কথাও না বলি। এখানেই মেয়েরা ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড রকমের স্বার্থপর।

একদিন তুমি বলেছিলে, অভিমান ভালোবাসার একটি মিষ্টি-মধুর অঙ্গ, যা কেবল আপন মানুষের উপরেই করা যায়। অভিমানে লুকিয়ে থাকে সুপ্ত ভালোবাসা, অনুযোগ, প্রাপ্তির আশা আর মাঝে মধ্যে কিছুটা অভিনয়। অভিমানে রাগ থাকে না; থাকে একরাশ প্রাণখোলা ভালোবাসা, যে জানে সে-ই এর মর্ম বুঝে। তোমার এই কথা শুনে আমি বারবার তোমার অভিমান ভাঙ্গার চেষ্টা করতাম। ইনিয়ে বিনিয়ে নানা কথা বলতাম। এক কথার প্রসঙ্গ বদলে অন্য কথার প্রসঙ্গে যেতাম। কথা বলতে বলতে একসময় তুমি আমার কবিতা বা গল্প শুনতে চাইতে। রবীন্দ্রনাথ কিংবা জীবনানন্দ পড়তে চাইলে তুমি রেগে যেতে। শুনতে চাইতে স্বরচিত কবিতা ও গল্প। আর সেই কবিতা বা গল্প শুনতে চাওয়া মানেই তুমি অভিমানকে সমাধি দিয়েছ। আমার কোন লেখা প্রকাশিত হলে তুমিই প্রথম পুরো লেখা এক নিমেষে পড়ার কৃতিত্বটা নিতে। অপেক্ষায় থাকতে কখন প্রকাশ পাবে আমার লেখা। মাঝে মাঝে লেখার জন্য ফরমায়েস দিতে। যদিও ফরমায়েসী লেখায় আমার তেমন তৃপ্তি আসেনা। ফরমায়েসী লেখা ভাল লাগে না। ফরমায়েসী লেখাকে কেন যেন আপন মনে হয় না।

কখনো কখনো আমি একটু অসুস্থতা বোধ করলেই তুমি প্রচণ্ড ভেঙে পড়তে। একটু পরপরই খোঁজ-খবর নিতে। কেন জানি অস্থির হয়ে উঠতে। আমি তোমাকে কখনো আমার সামান্য অসুস্থতার কথা বলতে না চাইলেও তুমি কিভাবে যেন বুঝে যেতে। অসুস্থ কিনা জিজ্ঞেস করতে। এই এখানেই মেয়েরা অনন্য। কিছু না বললেও বুঝে যায়। মুখ না খুললেও সত্যটা জেনে যায়। মায়েদের মতো। আমার সেই যৎসামান্য অসুস্থতা দূর করার জন্য কখনোবা তুমি ডাক্তার বাবুর শরাণাপন্ন হতে বলতে। কখনোবা নানান টোটকা-টাটকি পরামর্শ দিতে, গ্রামের ঠাকুমাদের মতো। তখন তোমার কথা শুনে আমি হেসে বলতাম- এতোদিন শুনেছি, মানুষ মাত্রই দার্শনিক। মানুষ মাত্রই কবি। এখন দেখি মানুষ মাত্রই কবিরাজ। তখন তুমিও হাসতে। তোমাকে হাসতে দেখলে বড্ড ভালো লাগে আমার। জানো, তোমার হাসি জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রির মতই সুন্দর; ঝলমলে ও রোমাঞ্চিত। তৃষাতুর গ্রীষ্মে হালকা বাতাসের মতো; মোলায়েম ও শীতল।

তুমি বলেছিলে, আমাকে তোমার অনেক আপন মনে হয়। এই কথাটি যখন ভেবেছি, তখন দেখেছি, আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করি। যদি তা না হতো; তবে আমরা পরস্পরকে কখনোই আপন ভাবতে পারতাম না। জানো, একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের যতটুকু আপন হয় তা নির্ভর করে ঠিক ততটুকু বিশ্বাসের উপর। আমাদের জীবনের গল্পে আমরা ছিলাম অকৃত্রিম। তুমি আমার আনন্দের কিংবা দুঃখের গল্প শুনে কখনো বিরক্ত হওনি। আমার প্রতিটি গল্প বেশ মনোযোগে দিয়ে শুনতে তুমি। পরে তুমি সেই গল্পগুলো একবারে আপন করে নিয়ে আমার গল্পের অঙিনায় প্রবেশ করতে। যেন প্রতিটি গল্পেই তুমি উপস্থিত ছিলে। যেন প্রতিটি গল্পেই তুমি আমার সাথে ছিলে। যেন প্রতিটি গল্পেই তুমি কোন না কোন চরিত্র। তুমি আমাকে বেশ ভাল বুঝতে; বুঝতে আমার অনুভূতিগুলোকেও। আর সেগুলোর যথার্থ মূল্যও দিতে তুমি। মাঝে মাঝে আমার কথা, আমার গল্প, আমার অনুভূতি কেড়ে নিয়ে তুমি তোমার ক'রে ফেলতে। তুমি প্রায়ই বলতে, নিজের জীবনকে জানতে হলে আগে অন্য একজন মানুষকে জানতে হয়। বুঝতে হয়। যে অন্যকে জানে না, অন্যকে বুঝে না, অন্যকে আপন করতে পারে না; সে কখনো নিজেকেও আপন ভাবতে পারে না।

তুমি বেশ ভাল করেই জানো, তোমার আর আমার মধ্যকার ভালবাসা বিশেষ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি। কোন ভেবে-চিন্তে কিংবা কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করেও হয়নি; এমনিতেই হয়েছে। তাই বিশেষ কিছু হারিয়ে গেলে ভালবাসা হারিয়ে যাবে এমন ভয় কখনোই পাইনি। আর তাছাড়া তোমাকে ভালবাসা আমার কোন দুর্বলতা নয় বরং শক্তি ও আত্মবিশ্বাস। তোমার মত আমিও বিশ্বাস করি, কাউকে দূর থেকে ভালবাসাই সব থেকে পবিত্র ভালোবাসা। কারণ সে ভালবাসায় কোন রকম অপবিত্রতা থাকে না। পড়ে না কোন কালিমার ছাপ। শুধু নিরব একমুঠো অভিমান থাকে। যা কেউ কাউকে কখনো বুঝতে দেয় না। যা কখনো কেউ ভাঙায় না। নতুন পত্র-পল্লব-পুষ্প মুখরিত বসন্ত এলেও না...!

# হিমুর কাছে রুপার চিঠি

**জেসিকা লরেটো ডি'রোজারিও**

**প্রিয় হিমু,**

তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে, রোদনভরা এই বসন্তে, কিন্তু আজ আমি কোথাও যাবো না, আজ যে চিত্রার বিয়ে, মনে পড়ে চিত্রাকে? আমাদের সাদা বাড়িতে তোমাদের অদ্ভুত সব গল্পের আড্ডা? কখনো কালো জাদুকর কিংবা ম্যাজিক মুন্‌শি, ছবি বানানোর গল্প, কখনো ছায়াবীথি, কখনো বৃক্ষকথা,... সেই বাড়িতে আমাদের ছেলেবেলা কেটেছিলো ভালোই, তোমার অপেক্ষায় কয়েকশো অপরাহ্ন পাড় করে, কেটেছে কতোইনা এই মেঘ রৌদ্রছায়া। মেঘ বলেছে যাব যাব, পাগল করা মাতাল হাওয়া, বাদল দিনের দ্বিতীয় কদম ফুল দেখেছি, গেয়েছি অন্ধকারের গান, হয়েছিলাম নিশীথিনী, তবু পাইনি তোমার দেখা। চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবককে হাঁটতে দেখে ভেবেছিলাম তুমি? আমাদের এই ছাদটার একটা নাম দিয়েছিল তুমি মনে পড়ে? "বৃষ্টিবিলাস" কিন্তু আমি বলেছিলাম বৃষ্টি ও মেঘমালা হলে বেশি ভালো লাগতো, এই নিয়ে কি দ্বন্দ্ব দুজনের... আজ চিত্রার বাসর, কিন্তু ছেলেটা একটা অমানুষ। ছোট চাচা আদর করে চিত্রাকে লিলাবতি ডাকতো। আর চাচি বলতো কুহুরানি। জানিনা বাবা-মা মরা এই মেয়েটার কপালে কত না অশ্রুজল আছে, না জানি কত বড় বিপদ অপেক্ষা করে আছে, ওর জন্যে...

আমায় একটা চিঠি দিয়েছিলে তুমি মনে পড়ে? সেখানে আমাকে বলেছিলে, আমি তোমার পেন্সিলে আকা পরী, তোমার মৃন্ময়ী। কেনো আমার রুপা নামটা বুঝি তোমার পছন্দ না? আমার ছোট ভাই শুভ্রকে তুমি বলেছিলে ওর নাকি পিপিলিকার মত সাহস। সামান্য পোকা দেখলেও তার ভয়। আচ্ছা মিসির আলী সাহেবর খোঁজ নিয়েছিলে? জানতে পেরেছিলে শেষ পর্যন্ত কেমন আছেন উনি? কি হয়েছিলো ওনার? বললে নাতো... ময়ূরাক্ষী নদীতে আমি এখনো যাই, তোমার দেবী সেজে, কিছু জল পদ্ম হাতে নেই, কয়েকটি নীল পদ্ম হাতে জল-জোছনার খেলা দেখি, বসে বসে ভাবি আমারও আছে জল। নদীর দিকে তাকাতেই মনে হয় এই নদীটা বিশাল একটা আয়না-ঘর, কে আমি দেবী, রুপা, মৃন্ময়ী নাকি আশাবরী?

সেদিন চৈত্র মাস, তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা গৌরিপুর জংশন স্টেশনে, তোমার অপেক্ষায় দিনের শেষে, আমি এবং কয়েকটি প্রজাপতি অচিনপুরের রাস্তায় হাঁটি, আরও কিছুক্ষণ না হয় থাকতে প্রিয়তমেষু, ভালোবেসেছিলাম তোমায়, পাপ তো করিনি কোনো। তুমি আমার হাত ধরে বলেছিলে, ফিরে যাও রুপা, না হয় আজ আমার শবযাত্রা যাবে। ফিরে যাও পাখি আমার একলা পাখি... এই আমি আজ অন্যভুবনে শূন্য হাতে হেঁটে চলি, আজ মৃন্ময়ীর মন ভালো নেই, তোমাকে খুঁজি ফিরি, উড়ালপংখী হয়ে গেছো উড়ে, আমায় কাঁদিয়ে একা ফেলে, দেখো, আজও আমি তোমারই অপেক্ষায় বসে একা, আজ আর কোথাও কেউ নেই আমার চারপাশে!

ইতি

**তোমার রুপা**

# কবিতার পাতা

## ভালবাসার দলিল

**বনবিথির কবি**

একবিংশ শতাব্দীকে প্রত্যক্ষদর্শী করে
তোমার পদাঙ্কে চিহ্নিত করবো
আমার স্বপ্নচারী চিলেকোঠা,
স্বপ্নে চুরি যাওয়া রাত অন্তরমহলে রেখে
তোমাকে সাজাবো আমি
সৌন্দর্যের সবটুকু রস দিয়ে।
তুমি আমার অস্তিত্বের প্রকাশ
রাত জাগা সাধনা
বিরহের তলদেশ থেকে
ফিরিয়ে আনা সাম্রাজ্য।
আজ প্রেমদণ্ডের দ্যোতিতে
তোমাকে বাঁধবো ভালবাসার ডোরে
জনমে-মরণে আমরা পাশে রবো
প্রণয়ের আমরণ সাক্ষী হয়ে।

## হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে

**নীলতরঙ্গ**

উপেক্ষার শাণিত খন্তায় হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে
তুমি বের করে এনে দেখ
বেদনার রং কত রকম হতে পারে
আর আমি তা মেপে মেপে, শুকনো করে
বুঝতে চেষ্টা করি
ভালবাসার স্বাদ তার কত গভীরে।

## প্রেম

**দিপালী কস্তা**

এই যে তোমার দেখা পেলে মুচকি হাসি
মনের ভেতর আনচান বুঝি
কথা বলতে মনটা ফটফট করে
এটাই কি প্রেম নয়।
প্রেমের আবার বয়স কি!
আসে শতবার এক জীবনে
প্রথম প্রেমের **ক্ষত** ঢেকে
তবুও প্রেম উঁকি মারে।
মনের মতো হয় যদি কেউ
যায় না কিছু বলা
তবুও মানুষ প্রেমে পড়ে বার বার
সুখের আশায়-হৃদয় ভরে।

## বসন্ত ভালোবাসা

**রিনা পেরেরা**

এসেছে বসন্ত ফুটেছে পলাশ
ভালোবাসার আবির লেগেছে প্রাণে,
চারিদিকে বহিছে আনন্দ-বাতাস
নেচে ওঠে হিয়া কোকিলের গানে।
দুটি হৃদয়ের কতো যে কথা
বলতে গিয়েও হয়নি বলা,
শুধু চোখে চোখে চেয়ে থাকা
আর পাশা পাশি পথ চলা।
আজি এ বসন্তে আমরা দু'জন
ভাসবো প্রণয়-ভেলায়
অনেক আশা হৃদয়ের মাঝে
থাকবো দু'জন বসন্ত ভালোবাসায়।

## আমি তোমার হাতে বন্দী

**রেণু হালদার**

তুমি বন্দী করে রেখেছ আমায় অন্ধকার কারাগারে
দু'পায়েতে শিকল দিয়ে, ঐ কারাগারে
পৃথিবীতে কেউ দেখে না,
দেখেছে শুধু জ্যোছনার চাঁদ আমাকে।
মনের খবর নিয়েছ কি একটি বারে
ভালোবাসি কি না তোমাকে?
সারাটি রাত থাকি বন্দী হয়ে ঐ অন্ধকারে
জানালা-দরজা বন্ধ, নিরব-নিস্তব্ধ চারিদিকে।
রাত যখন গভীর, শব্দহীন; দূর প্রান্ত থেকে
ভেসে আসছে
কিছু শিয়াল, কুকুরের করুণ ডাক
শুনে আমার গা ভয়ে ছমছম করছে, দুচোখে
ঝরছে অশ্রু
কেউ নেই পাশে আমার।
আমাকে ভালোবাসবে বলে,
তোমার হৃদয়ে স্থান না দিয়ে রেখেছ বন্দী করে
জোর করে ভালবাসা আদায় করা যায় না
ভালবাসা দিয়ে পৃথিবীর সবকিছু জয় করা যায়।
তুমি আমাকে লালসার আসনে বসিয়েছ,
ভালবাসা নয়
চুলগুলি এলোমেলো, ক্ষুধার্ত, তৃষিত আমি
পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে মদের গন্ধ
ভয়ে আমি জড়সড়, শিহরিত।
যখন তুমি আসো দরজা খুলে
আমি চিৎকার করে বলি,
নিলয়, তুমি আমাকে শিকল থেকে মুক্ত করে দাও
আমি আলো দেখবো, আমি প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিব,
দয়া করো নিলয় আমাকে
তুমি মুক্ত করে দাও আমাকে।
আমি অন্ধকার থেকে আলোতে যেতে চাই
এবার মুক্ত করে দাও, দাও না মুক্ত করে।
তোমার নেশাবি চোখ বলে,
তোমার হৃদয়ে ভালবাসা আছে।
আমি তোমাকে বাঁচতে শেখাবো,
আমার ভালবাসা দিয়ে।।

# ভালোবাসা-কথা

**মাস্টার সুবল**

আমার স্নেহের ছোট ভাই ও বোনের, বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে আমি তোমাদের এবং তোমাদের পিতা-মাতা ও পরিবারের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ভালোবাসা। আসলে বিশ্ব ভালবাসা দিবসটি কিভাবে হলো তা অবশ্যই তোমাদের জানার এবং বুঝার প্রয়োজন আছে। আমি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের লেখা পাঠ করে যতটুকু জেনেছি ও বুঝেছি তা সংক্ষেপে সহজভাবে তোমাদের কাছে বলতে চাই। আশা করি এতে তোমাদের কিছুটা হলেও উপকার হবে।

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের নামকরণ করা হয়েছে রোমের বাসিন্দা পুরোহিত ও চিকিৎসক সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের নামে ১৪ ফেব্রুয়ারি। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রচারক। তিনি যুবক-যুবতীদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বিবাহের অনুষ্ঠান করতেন। এর ফলে রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ক্লাডিয়াস তাকে বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় তিনি একজন কারারক্ষীর অন্ধ মেয়ের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলে তার জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে যায়। এতে সম্রাট ক্লাডিয়াস ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। মৃত্যুদণ্ডের দিনটি ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। দিনটির কথা হওয়ার দরকার ছিল বেদনাদায়ক, কিন্তু তা আনন্দদায়ক হল কিভাবে তা বলতে আমি অক্ষম। তারপরে পোপ গেলাসিয়াস প্রথম এই দিনটিকে ভ্যালেন্টাইন ডে হিসাবে ঘোষণা করেন।

বলতে চাই, সেন্ট ভ্যালেন্টাইন শুধুমাত্র যুবক-যুবতীদের ভালোবাসায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে ভালোবাসা বিভিন্ন ধারা ও রূপ নিয়েছে। পিতা-মাতা ও সন্তানের ভালোবাসা, দাদু ও নাতির ভালোবাসা, বন্ধুত্বের ভালোবাসা ইত্যাদি। কিন্তু আমার কাছে প্রকৃত ভালোবাসা হলো যিশুখ্রিস্টের ভালবাসা। তিনি শিশুদের ভালোবেসেছিলেন, বিভিন্ন অসুস্থদের ভালোবেসেছিলেন এবং তিনি পাপীদেরও ভালোবেসেছিলেন। আমি যিশুখিস্টের ভালোবাসাকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করি। ভাই ও বোনেরা, তোমাদের সবার সুস্থতার জন্য ঈশ্বরে কাছে প্রার্থনা করে বিদায় নিচ্ছি আর একই সাথে আমার লেখায় ভুল থাকলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি॥

এলিস মেরী পিউরীফিকেশন

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

## কাকতাড়ুয়া

**সুদীপ মুখার্জী**

কাকতাড়ুয়া খেতের ভেতর
হাত দু'খানা নড়ে
মাটির হাঁড়ি চোখ যে আঁকা
এই তো ভেঙে পড়ে।
কাকতাড়ুয়া কাক তাড়াবে
ভিড়বে না কেউ কাছে
কঙ্কালসার এই কাকতাড়ুয়ার
ভয় পাবার কী আছে।
কাকরা এসে আরাম করে
হাতের উপর বসে,
চকের দাগে মাথার উপর
অংক তারা কষে।
চোখে মুখে ব্যস্ত কাকের
নেই তো ভয়ের চিহ্ন
কাকতাড়ুয়া মানুষ হলে
ব্যাপার হত ভিন্ন।

## ক্ষুধার্ত শিশু

**স্বপন বৈরাগী**

মানবতার অবক্ষয় ঘটছে
স্বার্থপরতার তরে
ক্ষুধার জ্বালায় টানছে শিশু,
মায়ের আঁচল ধরে
উচ্চিষ্ট খাদ্য আছে পড়ে
ঐ নর্দ্দামার ধারে
আঁচল ধরে টানছে মাকে
ঐ খাদ্য খাবে বলে।

সজোরে মা টান দিয়েছে,
আঁচল গেছে ছিঁড়ে
শিশুটি ছিটকে পড়েছে ঐ,
নল খাবড়ার তীরে
দুঃখে উঠেছে শিশু তখন,
মা দিয়েছে কেঁদে
জেনে শুনে মা, কেমন করে
নোংরা খাওয়াবে তারে।

## দেখেও দেখে নি

**সাগর জে তপ্ন**

আহা, কি শান্ত চোখ
নির্মল তাঁর মুখ
আমার দিকে নির্বাক তাকিয়ে
কি যে পাচ্ছে সুখ!
কোকিল ডাকে গাছে
প্রজাপতি ফুলের পিছে
স্থির নয়ন দু'টি তার
চুলগুলো স্বাধীনভাবে নাচে।
বসন্তে মেখেছে প্রকৃতি
রঙ-এ রঞ্জিত স্মৃতি
অপরূপ সে কি চাহনী!
চেয়ে আছে আমার দিকে
কি সে ভাবছে,
হুম, তা তো আমি জানি
কিন্তু হায়, দেখেও আমায়, চেয়ে দেখি নি!

# আলোচিত সংবাদ

## চূড়ান্ত হিসাবে দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ

চূড়ান্ত হিসাবে দেশের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন। সাময়িক হিসাবে এই সংখ্যাটি ছিল ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন। সে হিসাবে চূড়ান্ত ফলাফলে জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪৭ লাখ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রতিবেদনের যাচাই-বাছাই শেষে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) গতকাল সোমবার জনশুমারি ও গৃহগণনার এই চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এর আগে, গত ২৭ জুলাই বিবিএসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

## রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন শেখ হাসিনা

রাষ্ট্রপতি পদে কে হবেন আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ ভবনের লেভেল ৯-এর সরকারদলীয় সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সরকারি দলের সংসদীয় দলের সভায় সংসদ সদস্যরা বিষয়টি সভানেত্রীর ওপর ছেড়ে দেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, সংসদীয় দলের বৈঠকে দলের পক্ষে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব করা হয়েছে। সেটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। এখন ঐক্যের প্রতীক শেখ হাসিনা সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটাবেন। বৈঠকে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা, সংসদ উপনেতা মতিয়া চৌধুরী, উপস্থিত ছিলেন। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে।

## অক্টোবরেই শাহজালাল বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল উদ্বোধন : বিমান প্রতিমন্ত্রী

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনালের কাজ ৬০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে জানিয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী বলেছেন, 'দৃষ্টিনন্দন টার্মিনাল ভবন এখন দৃশ্যমান। বর্তমানে টার্মিনাল ভবনের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ও বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ইন্সটলের কাজ চলছে। এ বছরের অক্টোবরেই থার্ড টার্মিনাল উদ্বোধন করা হবে।' আজ মঙ্গলবার (৭ তারিখ) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বর্তমান ১ ও ২ নম্বর টার্মিনালের যাত্রীসেবা ও বিভিন্ন কার্যক্রম এবং থার্ড টার্মিনালের নির্মাণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী যাত্রীসেবা বৃদ্ধি ও নিরাপদ বিমান পরিচালনা নিশ্চিতে বাংলাদেশের সব বিমানবন্দরে রানওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ, নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়নসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নকাজ চলমান রয়েছে। সত্যিকার অর্থে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অ্যাভিয়েশন সেক্টরে উন্নয়নের নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে।' বিমানবন্দরের কোথাও যেন কোনো যাত্রীর হয়রানির শিকার হতে না হয় সেজন্য মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ প্রতিনিয়ত বর্তমান টার্মিনালের কার্যক্রম মনিটরিং করছে।

## তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে নিহত ৫ হাজার ছাড়াল

তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে তুরস্কেরই ৩ হাজার ৪১৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে তুর্কি কর্তৃপক্ষ। ভয়াবহ ভূমিকম্পের এই ঘটনায় তিন মাসের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও হাজার হাজার মানুষ রয়েছে বলে দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। ভূমিকম্পে ধসে গেছে কয়েক হাজার বাড়ি। উদ্ধার কাজ এখনও চলমান রয়েছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশ থেকেও উদ্ধারকর্মী পাঠানো হচ্ছে দেশটিতে। এদিকে, ভূমিকম্পের এই হতাহতের ঘটনায় তুরস্ক ও সিরিয়া জুড়ে আড়াই কোটিরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে ধারণা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডাব্লিউএইচও। তাদের হিসেবে দুই দেশ মিলিয়ে দুই কোটি ৩০ লাখ মানুষ ভূকম্পের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ১০ লাখেরও বেশি শিশু রয়েছে।

## তুরস্কের ধ্বংসস্তূপ থেকে বাংলাদেশিকে উদ্ধার

তুরস্কে ভূমিকম্পের ৪৫ ঘণ্টা পর নিখোঁজ বাংলাদেশি গোলাম সাঈদ রিংকুকে পর উদ্ধার করা হয়েছে। আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ সময় রাত নয়টায় তাকে উদ্ধার করা হয়। রিংকুর শারীরিক অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে তুরস্কের আঙ্কারায় বাংলাদেশ দূতাবাস সূত্র। এর আগে সোমবার আরেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, গোলাম সাঈদ রিংকু তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। কয়েক বছর আগে উচ্চশিক্ষা নিতে তুরস্কে যান তিনি। ভূমিকম্প আঘাত হানার পর হটলাইন চালু করেছে তুরস্কের আঙ্কারায় বাংলাদেশের দূতাবাস ও ইস্তাম্বুলের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল কার্যালয়। এ হটলাইনে জরুরি যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। তুরস্কে বাংলাদেশের আঙ্কারা দূতাবাস ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার প্রবাসীদের এ দুটি হটলাইনে যোগাযোগ করতে বলেছে- +৯০ ৫৪৬ ৯৯৫ ০৬৪৭ ও +৯০ ৫৩৮ ৯১০ ৯৬৩৫।

## রাজধানীতে ফের বিএনপির দু'দিন পদযাত্রা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ ১০ দফা দাবি আদায়ে রাজধানী ঢাকায় ফের দুইদিন পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করবে বিএনপি। মঙ্গলবার দুপুরে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ৯ ও ১২ ফেব্রুয়ারি পদযাত্রা কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন। উল্লেখ্য, এর আগে ৩০ জানুয়ারি থেকে ঢাকায় ৪ দিনের পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করে বিএনপি। মির্জা ফখরুল জানান, ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আয়োজনে গোপীবাগ ব্রাদার্স ক্লাব মাঠ থেকে জাতীয় প্রেসক্লাব পর্যন্ত পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। আর ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আয়োজনে শ্যামলী ক্লাব মাঠ থেকে রিংরোড, শিয়ামসজিদ, তাজমহল রোড, নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড হয়ে বসিলা পর্যন্ত পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে।

## রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে বেলজিয়ামের রানি মাথিল্ডে

তিন দিনের সফরের দ্বিতীয় দিনে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে গেছেন বেলজিয়ামের রানি মাথিল্ডে। মঙ্গলবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে রানি কক্সবাজার বিমানবন্দরে পৌঁছান। সেখান থেকে উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প অভিমুখে যাত্রা করেন তিনি। দুপুর ১২টার দিকে ক্যাম্পে পৌঁছান রানি। প্রথমে তিন নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবস্থিত একটি শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন। এছাড়াও ক্যাম্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ নানা কার্যক্রম পরিদর্শন ও বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন রানি মাথিল্ডে। বেলজিয়ামের রানির সঙ্গে রয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ ও তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতনের মুখে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নারীদের সঙ্গে কথা বলবেন রানি মাথিল্ডে। এছাড়াও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়েও রানি রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলবেন॥

*সৌজন্যে : বাংলাদেশ প্রতিদিন, ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ*

**ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু**

# পৃথিবীতে ৩৬০ মিলিয়ন খ্রিস্টবিশ্বাসী নির্যাতিত হচ্ছে

প্রতি ৭ জনের মধ্যে ১জন খ্রিস্টান তাদের বিশ্বাসের কারণে চরম নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন - ওপেন ডোর ওয়ার্ল্ড তাদের সর্বশেষ ওয়ার্ল্ড ওয়াচ তালিকা ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে তা প্রকাশ করে। যদিও সংখ্যা পূর্ববর্তী বছর থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি তথাপি বৈষম্যমূলক সহিংসতা ও বর্জনের তীব্রতার ছোবলে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টানরা খারাপ একটি বছর অতিক্রম করে। প্রতিবেদনটি ইতালির পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হলে জানা যায় বিশ্বের ৫০টি দেশে খ্রিস্টানরা প্রচণ্ড নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

নির্যাতকের তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে উত্তর কোরিয়ার নাম। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে 'প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে আইন' প্রবর্তন করে যে কাউকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ নেয় উত্তর কোরিয়া। ফলশ্রুতিতে উত্তর কোরিয়াতে খ্রিস্টানরা চরম শত্রুতার সম্মুখীণ হয়। তারা তাদের ভক্তি-বিশ্বাস অনুশীলন করতে পারে না। যদি জানতে পারে, খ্রিস্টানেরা বিশ্বাস অনুশীলন করছে তাহলে তাদেরকে মৃত্যু না দিলেও শ্রম শিবিরে রেখে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করা হবে। এমনকি পবিত্র বাইবেল রাখাও দণ্ডিত অপরাধ বলে গণ্য হয় এবং তার জন্য চরম শাস্তি দেওয়া হয়।

খ্রিস্টান নির্যাতনের তালিকায় গত বছর আফগানিস্তান প্রথম স্থানে থাকলেও এবছর নবম স্থানে। এরমানে এ নয় যে, তারা নির্যাতন কমিয়ে দিয়েছে। আসলে আফগানিস্তান থেকে অনেক খ্রিস্টান পালিয়ে অন্যদেশে চলে গেছে। ইসলাম থেকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি নির্ধারিত আছে আফগানিস্তানে। সঙ্গতকারণেই আফগানিস্তানের অতি ক্ষুদ্র খ্রিস্টানসমাজ গোপনে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে।

উত্তর কোরিয়ার পরে নির্যাতক দেশ হিসেবে রয়েছে যথাক্রমে - সোমালিয়া, ইয়েমেন, এরিট্রেয়া, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান ও ইরান। এসকল দেশগুলো হয় যুদ্ধ অথবা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে রয়েছে।

খ্রিস্টান নির্যাতনকারী দেশ হিসেবে বর্তমানে নাইজেরিয়াও অগ্রগণ্য। বিশেষভাবে বোকো হারামের মতো বিদ্রোহী দল ও জঙ্গীরা একাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সম্প্রীতি মিন্না ডায়োসিসে একজন পুরোহিতকে পুড়িয়ে হত্যা করে ও আরেকজনকে অজ্ঞাত আগন্তুক আহত করা হয়। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ৫,৬২১ জনকে হত্যা করা হয় যা ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ছিল ৫,৮৯৮জন। একইভাবে গির্জাগুলোতে আক্রমণের পরিমাণ ২০০ তে নেমে আসে যা ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ছিল ৫৫০টি । কিন্তু ২০২২ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানদেরকে অপহরণের পরিমাণ ভীষণভাবে বেড়ে যায়। যা ৩৮২৯ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৫,২৫৯। নাইজেরিয়া মোজাম্বিক ও কঙ্গো - এই তিনটি দেশেই ৫ হাজারের মতো খ্রিস্টান অপহরণের শিকার হয়।

ভারতে নরেন্দ্র মোদীর হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকার ভিন্ন বিশ্বাসের মানুষের অধিকার খর্ব করে ফেলে। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ১,৭৫০জন খ্রিস্টানকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ্য হয়রানিসহ খ্রিস্টানদেরকে স্কুলে, কর্মস্থলে ও সাধারণ সুযোগ-সুবিধা পাবার ক্ষেত্রেও সুক্ষভাবে অপব্যবহারের শিকার হতে হয়। জাতীয়তাবাদী এই শ্রেণিটা নিজেদের সমাজের মধ্যে বেশ প্রভাব ফেলে এবং খ্রিস্টানদেরকে দেশের মধ্যে ও বাইরে বাস্তচ্যুত হতে প্রভাব রাখে।

২০২১ খ্রিস্টাব্দে মিয়ানমারে সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখল করার পর মাঝে মাঝেই খ্রিস্টান গির্জাগুলোকে টার্গেট করে আক্রমণ করা হচ্ছে। গত ১৫ জানুয়ারি মান্দালাও ডায়োসিসের চান থার গ্রামে এক ঐতিহাসিক গির্জাঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ওপেন ডোরস অনুসারে, স্থানচ্যুতি, খ্রিস্টানদের উপস্থিতি মুছে ফেলার একটি ইচ্ছাকৃত কৌশল।

নির্যাতনের অন্য আরো জঘন্য ও গোপন ধরণ হলো খ্রিস্টান মহিলাদেরকে ধর্ষণ। হাজারো খ্রিস্টান মহিলাকে ধর্ষণ করা হয় পরিবারকে লজ্জায় ফেলতে এবং জোরপূর্বক বিবাহ করতে। প্রতিবেদনে বলা হয় ২ হাজারের বেশি মহিলাকে ধর্ষণ করা হয় এবং ৭১৭ জনকে জোরপূর্বক বিবাহ করা হয়। এই সংখ্যাটা আসলে সাগরে ভাসমান একখণ্ড বরফের মতো।

# আফ্রিকার দেশ কঙ্গো ও দক্ষিণ সুদানে প্রৈরিতিক সফরে পোপ ফ্রান্সিস

দেবরা কাস্তেলানো লুবাও জানায়, পোপ ফ্রান্সিস আফ্রিকার দেশ দক্ষিণ সুদান এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো (ডিআরসি) তে তার ৪০তম প্রৈরিতিক যাত্রা শুরু করেছেন রোমের ফুমিনচিনো এয়ারপোর্ট থেকে। পোপসহ আরও ৭০ জনেরও বেশি সাংবাদিককে নিয়ে মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় সময় সকাল ৮:২৯ মিনিটে রোম থেকে উড্ডয়ন করে ফ্লাইটটি স্থানীয় সময় বিকাল ৩ টার দিকে রাজধানী কিনশাসার বিমানবন্দরে অবতরণ করে। আফ্রিকাতে পোপ ফ্রান্সিসের এটি ৫ম পালকীয় সফর যা শান্তি ও পুনর্মিলনের তীর্থযাত্রা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

***অভিবাসী, উদ্বাস্তু এবং পতিতজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ***

পোপ মহোদয় ভাতিকান বাসভবন ত্যাগ করার আগে, কাজা সান্তা মারীয়াতে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো এবং দক্ষিণ সুদান থেকে আসা দশজন অভিবাসী এবং শরণার্থীর সাথে দেখা করেন, যারা জেসুইট-চালিত চেন্ত্রো অ্যাস্টালি দ্বারা সমর্থিত। পোপীয় দয়াকর্ম বিষয়ক দপ্তরের প্রিফেক্ট কার্ডিনাল কনরাড ক্রাজেউস্কি, পোপের সাথে দলটির সাক্ষাতের সময় দলটির সাথে ছিলেন। বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর, পোপের গাড়িটি 'ফলেন অফ কিন্ডু'-এর স্মৃতিস্তম্ভের কাছে অল্প সময়ের জন্য বিরতি নেয় সেস্থানে যেখানে ১১ নভেম্বর ১৯৬১-এ কঙ্গোতে ১৩ ইতালীয় বিমানকর্মীকে হত্যা করা হয়। গণহত্যার শিকার এবং যারা মানবিক ও শান্তি মিশনে অংশ নিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাদের জন্য এবং পতিতজনদের জন্য পোপ ফ্রান্সিস উক্ত স্থানে প্রার্থনা করেন। কিংশাশায় অবতরণ করলে পোপ মহোদয়কে স্বাগত জানানো হয়।

পোপ প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স শিসেকেডির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং দেশটির কর্তৃপক্ষ, সুশীল সমাজ এবং কূটনৈতিক মহলকে ভাষণ দেন। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস কেনিয়া, উগান্ডা এবং মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে যান এবং ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে মিশর যান। তারপরে, মার্চ ২০১৯-এ মরক্কো এবং পরে সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ মোজাম্বিক, মাদাগাস্কার এবং মরিশাসে একটি প্রৈরিতিক যাত্রা করেছিলেন।

***বহুদিনের কাঙ্খিত যাত্রা***

তীব্র হাঁটু ব্যথার কারণে পোপ DRC এবং দক্ষিণ সুদানের সফরটি স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যা মূলত জুলাই ২০২২-এর জন্য নির্ধারিত হয়েছিল। সেই সময়ে, পুণ্যপিতা ভাতিকান সেক্রেটারি অফ স্টেট, কার্ডিনাল পিয়েত্রো প্যারোলিনকে তাঁর পক্ষে উভয় দেশে পাঠিয়েছিলেন। ভ্রমণ করতে অক্ষম হওয়ার জন্য তিনি হতাশা প্রকাশ করেছিলেন, সেইসাথে শীঘ্রই উভয়দেশে ভ্রমণ করার জন্য তাঁর তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অনেক বছর ধরে পোপ ফ্রান্সিস প্রধানত খ্রিস্টান অধ্যুষিত দক্ষিণ সুদানে ভ্রমণ করার তার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে দেশটির অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, মহামারী সহ, সফরের জন্য জটিল পরিকল্পনা তা বাস্তবায়িত হতে বিলম্ব ঘটায়। এপ্রিল ২০১৯-এ, পোপ দক্ষিণ সুদানের রাজনৈতিক নেতা এবং ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের জন্য ভাতিকানে একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলনের আয়োজন করেছিলেন। কাজা সান্তা মার্থাতে পোপ মহোদয় তাদের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে শান্তির জন্য কাজ করতে এবং তাদেরকে জাতির যোগ্য নেতা হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

***বিশ্বব্যাপী তীর্থযাত্রা***

পুণ্যপিতা প্রথমে ৩১ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো সফর করবেন। পোপ ফ্রান্সিস পোপ সাধু পোপ ২য় জন পল-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ডিআর কঙ্গোতে ভ্রমণ করছেন। যিনি ১৯৮০ এবং ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঐ দেশ সফর করেছিলেন। এরপর ভাতিকানে ফিরে যাওয়ার আগে পোপ ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ এবং চার্চ অফ স্কটল্যান্ডের সাধারণ পরিষদের মডারেটরের সাথে শান্তির জন্য একটি বিশ্বব্যাপী তীর্থযাত্রায় দক্ষিণ সুদানে তিন দিন কাটাবেন।

বিশ্বের প্রায় ২০% কাথলিকআফ্রিকা মহাদেশে বাস করে এবং এর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে॥

তথ্যসূত্র : *news.va*

# ৩০তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালার প্রতিবেদন

**নিজস্ব প্রতিবেদক** ▯ "লেখকের হৃদয়ে খ্রিস্টের ছবি" এই মূলভাবকে কেন্দ্র গত ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার-শনিবার এপিসকপাল যুব কমিশনের আয়োজনে ও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সহায়তায় সুন্দর ও স্বার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩০তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা। বাংলাদেশের আটটি ধর্মপ্রদেশ ও বিভিন্ন গঠন গৃহ থেকে কলেজ-ভার্সিটি পড়ুয়া ৩১ জন যুবক ও ২৭ জন যুবতীসহ মোট ৫৮ জন নতুন লেখক-লেখিকা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। প্রথমেই উদ্বোধনী নৃত্য, পবিত্র বাইবেল প্রতিষ্ঠা ও প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন কমিশনের নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি। শুভেচ্ছা বক্তব্যে তিনি বলেন, "একজন লেখক বেঁচে থাকে তার পাঠকের মাঝেই। লেখালেখি এক ধরণের সৃষ্টি ও অনেকটাই ঈশ্বর প্রদত্ত। প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও লাইনের মিলন মেলায় পরিণত করে একজন লেখকের রচনা।" খ্রিস্টীয় অনুবাদ সাহিত্য বাইবেলীয় পুস্তক লেখার ধরণ ও উদ্দেশ্য এই বিষয়ে সুন্দর ও সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করেন ফাদার শিমন প্যাট্রিক গমেজ। কালক্রমে কিভাবে মৌখিক মঙ্গলসমাচার পবিত্র আত্মার প্রেরণাতে যিশুর জীবনের প্রধান ঘটনা ও তাঁর ধর্মশিক্ষার কিছু প্রামাণ্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রচনা তৈরি করেন তার উপর বিস্তর আলোচনা করেন। উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন গোছাল।

দ্বিতীয় দিনে ফাদার সাগর কোড়াইয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্পট রিপোর্ট ও ফিচার লেখার কৌশল অবলম্বনে পদ্ধতিগতভাবে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। সংবাদ লেখার প্রাথমিক ধারণা ও সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ নিয়ে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবতা ও জীবন সহভাগিতা করেন ভোরের আকাশ দৈনিক প্রত্রিকার রিপোর্টার নিখিল মানখিন। তিনি সংবাদের উল্টো পিরামিড কাঠামো পদ্ধতিতে সহজ-সরল ভাষা, বানান, বাক্যরীতি, বাক্য গঠন, নামের বানান, পদবি, শব্দ চয়ন, সাংবাদিকতার নীতিমালা ও উস্কানি এবং অপমান সূচক উক্তি ব্যবহারের সাবধানতা বিষয়ে বিভিন্ন কৌশল তুলে ধরেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর প্রাথমিক ধারণা নিয়ে নতুন লেখকগণ, পথশিশু, বস্তিপুনর্বাসন, হিজড়া, ভিক্ষাবৃত্তি, হকার, বৃদ্ধাশ্রম, প্রতিবন্ধী, চন্দ্রিমার বৃক্ষ রোধন ও মোবাইল আসক্তি নিয়ে মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানী খবর/স্পট রিপোর্ট সংগ্রহ করে সৃজনশীলতার সাথে তা দলীয়ভাবে উপস্থাপন করেন। "লেখকের হৃদয়ে খ্রিস্টের ছবি" এই মূলভাবের উপর যৌথভাবে উপস্থাপন করেন অমিত বেপারী ও শাওন হালদার। বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণে তার ধর্মোপদেশে বলেন, "লেখালেখি ও সাংবাদিকতার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার সমাজ, দেশ, জাতি ও মানুষের জন্য দায়িত্ব জ্ঞান, আত্মমর্যদাবোধ, সততা ও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব।"

তৃতীয় দিনে নবাগত যুবা লেখকগণ লেখালেখি ও প্রকাশনার সংযোক্তি অভিজ্ঞতা করতে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিদর্শনে যান। সেখানে কেন্দ্রর পরিচালক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু সকলকে স্বাগতম ও অভিনন্দন জানান। তিনি, "লেখকদের প্রেরণকর্ম ও সত্যকে জানতে দেওয়া" এই বিষয়ে খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধের আলোকে লেখকের কাজ ও দায়িত্ব সমন্ধে আলোকপাত করেন। লেখক কে? কেন লেখি? কার জন্য লেখি? প্রশ্নের আলোকে জীবনাভিজ্ঞতা ও তথ্যগত উপস্থাপন করেন কর্মশালার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্র ও সমবার্তার সম্পাদক রবিন ভাবুক। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শন শেষে লেখকগণ রেডিও ভেরিতাসে প্রচারের জন্য দলীয় সঙ্গীত ও বাণীপাঠ রেকর্ডিং-এর অভিজ্ঞতা করেন। সন্ধ্যায় মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি লেখকগণের কল্যাণার্থে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। তিনি বলেন, "এক জন খ্রিস্টান লেখককে অবশ্যই পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শুনতে হবে এবং তার চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে মানুষের মঙ্গল সাধনে তা প্রকাশ করতে হবে।" পরিশেষে চার জন নতুন প্রশিক্ষণার্থীর প্রত্যাশা পূরণের ও প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা ও কার্ডিনাল মহোদয়ের মাধ্যমে কোর্স সার্টিফিকেট বিতরণের মধ্যদিয়ে ৩০তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে॥

# ডন বস্কো কাথলিক মিশনে, উত্তরায় প্রতিপালক সাধু জন বস্কোর পর্ব উদ্‌যাপন

**মজেস হাঁসদা এসডিবি** ▯ গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার, ডন বস্কো কাথলিক মিশন, মৌশাইর, উত্তরা, ঢাকায় মহাসমারোহে গির্জার প্রতিপালক সাধু ডন বস্কোর পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ওএমআই এবং তাকে সহযোগিতা করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ফ্রান্সিস আলেনচেরী এসডিবি ও কলকাতা থেকে আগত ফাদার থমাস পাথিয়ামোলা এসডিবি। এই দিনে সাধু জন বস্কো ধর্মপল্লীর অন্তর্গত দু'টি উপকেন্দ্র রাজাবাড়ী ও দলিপাড়া সহ আশেপাশের বিভিন্ন ব্লক ও সেক্টরে বসবাসরত কাথলিক ছেলে-মেয়েদের প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সংস্কার

প্রদান করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলমান ধর্মশিক্ষার ক্লাসে অংশগ্রহণ ও প্রস্তুতির পর ২৭ জনকে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও ১৭ জনকে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করা হয়। খ্রিস্টযাগের পর প্রার্থীদের ফুল ও কার্ড দিয়ে সংর্বধনা প্রদান করা হয় এবং সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, উত্তরা এবং এর আশেপাশে এলাকায় বসবাসরত কাথলিক খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন খ্রিস্টভক্ত উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল॥

# সিএইচ-এনএফপি অফিস সোস্যাল এন্টারপ্রাইজের যাত্রা শুরু

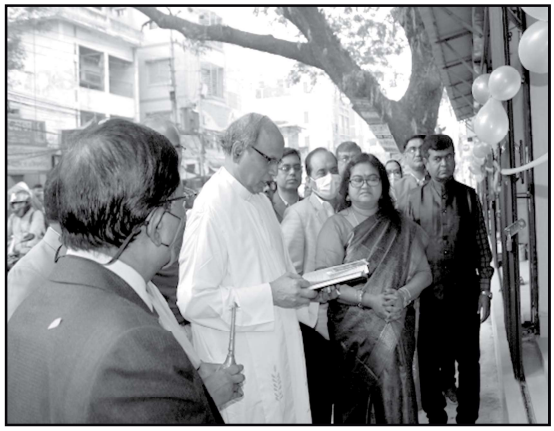

**মাগ্রেট জ্যোৎস্না গমেজ** ▯ ১ ফেব্রুয়ারি, বুধবার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ কারিতাস সিএইচ-এনএফপি অফিস কর্তৃক দোকান বরাদ্দের শুভ উদ্বোধন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কারিতাস বাংলাদেশের ভাইস চেয়ারম্যান ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু সিএইচ-এনএফপি অফিসের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা, কারিতাস বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, সুকলেশ জর্জ কস্তা, রিমি সুবাস দাস, জ্যোতি গমেজ, জেমস গোমেজ, ডা. পল্লব রোজারিও উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে সিএইচ-এনএফপি অফিসের ইনচার্জ মাগ্রেট জ্যোৎস্না গমেজ সকলের উদ্দেশে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরই সাথে তিনি নতুন প্রকল্প সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কারিতাস নির্বাহী অফিসের অনুমোদন এবং সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করেন।

পরিচালক-প্রোগ্রামস বলেন, কারিতাস যেহেতু অলাভজনক প্রতিষ্ঠান তাই দোকান ঘর নির্মান ও ভাড়া দেয়ার মাধ্যমে আমরা যে অর্থ সংগ্রহ করি তা পুনরায় গরীব, অসহায় মানুষের জন্যই ব্যবহার করে থাকি। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বলেন, কারিতাস বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুসারে প্রতিটি অব্যবহৃত জায়গা ব্যবহার করতে চায়। যার মাধ্যমে এক দিকে অনেকের কর্মসংস্থান হবে অন্য দিকে মানুষ লাভবান হবে। ফাদার জ্যোতি বলেন, আমরা যেন শুধু অর্থের পিছনেই না দৌড়ায়। আমরা যেন আমাদের কাজের মধ্যদিয়ে আত্মতৃপ্তি পাই। ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু বলেন, আমরা সবাই মিলে এক সাথে সকলের মঙ্গল কামনায় কাজ করতে চাই যাতে করে আমরা সবাই মিলে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারি। একইভাবে কারিতাসের সকল পর্যায়ের স্টাফদের কারিতাস বিষয়ে বেশি বেশি আলোচনা করতে হবে। পরিচালক-অর্থ ও প্রশাসন মহোদয় সকলকে বিশেষ করে কারিতাস এবং কারিতাসের সাথে ব্যবসার মাধ্যমে যারা যুক্ত হচ্ছেন তাদের সকলকে এবং উক্ত অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেছেন সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে দোকান ও ঘরগুলোর ভাড়া গ্রহণকারীদের নিয়ে দোকান ঘর আশীর্বাদ, ফিতা কাটা এবং চাবি হস্তান্তরের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ করা হয় এবং জলযোগ করা হয়॥

# মুক্তিদাতা হাই স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

**ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন** ▯ ৩০ জানুয়ারি মুক্তিদাতা হাইস্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী-এর আয়োজনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিয়োগিতা-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বপন মন্ডল, সিনিয়র ম্যানেজার, ওয়ার্ল্ড ভিশন, রাজশাহী এরিয়া ক্লাস্টার ও ফাদার লিটন কস্তা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লুক পিউরিফিকেশন সিএসসি। অতিথিদের আসন গ্রহণ ও উদ্বোধনী নৃত্যের দ্বারা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা হয় এবং সকল অতিথি, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকগণকে ফুলের তোড়া, ব্যাজ প্রদান করে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রধান অতিথি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করে বলেন যে, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই গুরুত্ব বহন করে। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দরকার শুধু একটি পদক্ষেপ। প্রধান শিক্ষক মহোদয়ও শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য উৎসাহিত করেন। দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত, আসন গ্রহণ, উদ্বোধন অনুষ্ঠান, মশাল প্রজ্বালন ও মাঠ প্রদক্ষিণ, শান্তির প্রতীক হিসাবে পায়রা উড়ানো, শিক্ষার্থীদের মার্চপাস প্রদর্শনী, বিভিন্ন শ্রেণির ডিস্প্লে, দল অনুসারে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রদর্শন, যেমন খুশী তেমন সাজো, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী ও মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

## প্রতিবেশী প্রকাশনীতে পাওয়া যাচ্ছে! বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, পানপাত্র ও ছোট-বড় ক্রুশ

- ❒ বাণী বিতান দৈনিক পাঠ (৩,২০০/= টাকা)
- ❒ বাণী বিতান রবিবাসরীয় (২,৫০০/= টাকা)
- ❒ খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা সংকলণ (৩,০০০/= টাকা)

### এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❒ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❒ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❒ সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- ❒ সলতে
- ❒ ছোটদের সাধু-সাধ্বী

**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** অর্ডার সাপেক্ষে
বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

**অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন**

-যোগাযোগের ঠিকানা -

| | | | |
|---|---|---|---|
| খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র<br>৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ<br>লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০<br>ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫ | প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)<br>হলি রোজারি চার্চ<br>তেজগাঁও, ঢাকা | প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)<br>সিবিসিবি সেন্টার<br>২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা | প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)<br>নাগরী পো: অ: সংলগ্ন<br>গাজীপুর। |

# ৪০ তম মৃত্যুবার্ষিকী

## 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'

প্রয়াত রাফায়েল রিবেরু
জন্ম : আগস্ট ১৭, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া

আমরা কেউ তোমাকে এখনও ভুলতে পারিনি। তোমার আদর্শ, খ্রিস্টীয় গঠন ও জীবন-যাপনের কথা আজও আমরা মনে রেখেছি। তুমি ছিলে অতীব ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক, ত্যাগী, কর্মঠ, অধ্যবসায়ী, কর্তব্যনিষ্ঠ, প্রার্থনাপূর্ণ ধার্মিক। তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তোমার সন্তানেরা আজ প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সেবার কাজে নিয়োজিত।

তোমার সাথে একাত্ম হয়ে স্বর্গসুখ পেতে আমাদের ঠাকুমা-ও চলে গেছে তোমার সাথে পরম পিতার কাছে।

স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমার আদর্শে (ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা) আমরা এই পৃথিবীতে জীবন-যাপন করতে পারি।

ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই
শোকার্ত পরিবারবর্গ
ব্রাইট, প্রিয়ন্তি, প্রসিত, রনব সহ সকল
নাতি-নাতনীরা এবং তিন ফাদার, তিন সিস্টারসহ সকল সন্তানেরা।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org